মঞ্জু-গাথা।

অর্থাৎ

বিবিধ কবিতাবলী।

"মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

রঘুবংশং।

শ্রীকামিনী দাসী

প্রণীত।

যশোহর

শুভকরী প্রেসে

শ্রীক্ষেত্রগোপাল সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরঃ
শরণম্ ।

পরমারাধ্য পরমপূজনীয়—

আর্য্যপুত্র !

প্রায় সাত বৎসর অতীত হইল এই মঞ্জু-গাথা রচনা করি ; কিন্তু ইহা মুদ্রাঙ্কনের নিতান্ত অযোগ্য জানিয়া এ পর্য্যন্ত আপনাকে না দেখাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে সম্প্রতি, কার্য্য-সুযোগে ভবদীয় দৃষ্টি-পথের গোচর হওয়াতে. এই চির দাসীর প্রতি অপরিসীম স্নেহ ও ভালবাসা থাকা প্রযুক্ত এই গাথা ও ভবদীয় স্নেহ ও ভালবাসার সহিত যথেষ্ট আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভাবদীয় এই আদরে এবং চির সারল্যে সাহসিনী হইয়া এই রসভাবালঙ্কারহীনা ক্ষুদ্র গাথাকে ভবদীয় শ্রীকর-কমলে উপহার অর্পণ করিলাম। আমার মঞ্জু-গাথাকে সাদরে গ্রহণ করেন এই প্রার্থনা।

আপনার চরণাশ্রিতা
শ্রীকামিনী দাসী।

দ্বিতীয়

উৎসর্গ পত্র।

শ্রী শ্রী ঈশ্বর-
শরণম্।

বহুবিধ সদ্‌গুণসমলঙ্কৃত হৃদয়—

রাজ শ্রীজ্ঞানদাকণ্ঠ রায়বাহাদুর মহাশয়

যশোরাধিপতি, স্নেহৈক ভাজন জনেষু

রাজন্

এই মঞ্জু-গাথা তাদৃশ মনোহারিণী ও হৃদয়গ্রাহিণী না হওয়াতে, ভবদীয় বিশুদ্ধ চিত্তে স্থান না পাইয়া বরং বিরক্তিকর হইবে এই আশঙ্কায়, এবং স্ত্রী-জন-সুলভ লজ্জা ও শিষ্টাচার বশতঃ, আমার কামিনী ভবদীয় রাজ-করে ইহাকে অর্পণ করিতে সমর্থা না হইয়া আমারই করে অর্পণ করিয়াছিলেন। আমি এক্ষণে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহা নিতান্ত অসন্তোষকর নহে। সম্প্রতি ভবদীয় অসাধারণ কবিত্ব, রসজ্ঞতা, গুণগ্রাহিতা, বিদ্যোৎসাহিতা ও ঔদার্য্যাদি গুণে এবং অপরিসীম সৌহার্দ্দে মোহিত হইয়া আমার প্রাপ্ত মঞ্জু-গাথা আপনাকে উপহার দিলাম। নৃপপুঙ্গব! এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি অনুগ্রহ পুরঃসর অন্ততঃ একবার সকরুণ দৃষ্টি করিলে আমারও গাথা রচয়িত্রীর মানস পূর্ণ হয়; নতুবা সকল পরিশ্রমই উষর ক্ষেত্র রোপিত শস্যের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল ইতি।

জোলকুল
অগ্রহায়ণ
সন ১২৯৪ সাল

ভবদীয় শ্রদ্ধাভিলাষী
শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ

বিজ্ঞাপন।

মঞ্জু-গাথা প্রকাশিত হইল। ইহাতে পদ লালিত্য কি অর্থ-গৌরব নাই—স্বর-তরঙ্গ কি রসভাব-মাধুর্য্য নাই। এতৎ পাঠে কাহারও আনন্দ-লাভের সম্ভাবনা নাই। কেবল দুঃসাহসে ভর করিয়া ইহার মুদ্রাঙ্কনে যত্নবতী হইলাম। এক্ষণে সুধী-জন-সমাজে এই নিবেদন যেন সকলে আমার নরাতিশয় চাপল্য-দোষ মার্জ্জনা পূর্ব্বক সহিষ্ণুতা সহকারে একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন ইতি।

জোলকূল
সন ১২৯৪ সাল
অগ্রহায়ণ

শ্রীকামিনী দাসী।
দ্বিতীয় নাম শ্রীনারায়ণী দাসী।

মঞ্জু-গাথা।

স্তোত্র।

ওহে বিশ্বনাথ, বিশ্বজন তাত,
বিশ্বের পালক প্রভো!
অবোধ রসনা, বিষম বাসনা,
করিতেছে ওহে বিভো!
তোমার মহিমা, অপার অসীমা,
বর্ণিবারে করি মন
ওহে দয়াময়, দাও হে অভয়,
আমি অতি হীন জন।
যে দিকে নয়ন, ফিরাই যখন,
হেরিতে রচনা তব,
সৃষ্ট-বস্তু-শোভা, মনঃ প্রাণলোভা
তার কি উপমা দিব;
রবি, শশী, তারা সিন্ধু, বসুন্ধরা,
হয়ে সবে এক তান,

মহিমা তোমার, অনন্ত অপার,
করিতেছে সদা গান ;
নিশ্বাস কারণ, সঞ্চরে পবন,
রক্ষিতে জীবের প্রাণ,
কোকিল-নিকরে, কল কুহু-স্বরে,
কীর্ত্তি তব করে গান ;
প্রফুল্ল কমল, তাহে ভৃঙ্গ-দল,
গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে,
মধুর স্বননে, তোষে প্রাণিগণে,
মরি কি পিযূষ ক্ষরে।
প্রভাত-সময়, অরুণ-উদয়,
জানিয়া বিহঙ্গগণে,
সুমধুর স্বরে, কলরব করে,
বর্ণি বিভু-গুণ-গানে ;
পুনশ্চ যখন, লোহিত-বরণ,
যান রবি অস্তাচলে,
বিহগ-নিকর, পূরিত-উদর,
জয়-ধ্বনি দিয়া চলে।
তোমার শাসনে, এ মহী-ভুবনে,
ছয় ঋতু সুবিরাজ,

মঞ্জু-গাথা।

তব আজ্ঞা-ক্রমে, নিযুক্ত নিয়মে,
সাধিতেছে নিজ কায।
করুণা-সাগর, ওহে সৃষ্টিকর,
তোমারি করুণা-বলে,
জীব, জন্তু যত, স্ব স্ব মনোমত,
বাস করে জলে স্থলে।
রোগ, শোক, পাপ, সকল সন্তাপ,
নাশ করে তব নামে,
মূঢ় যেই জন, না লয় শরণ,
ও চরণ-মোক্ষ-ধামে।
ওহে বিশ্বপতি, আমি হে অতিথি,
তব ভক্তি-সুধা-আশে,
পদ প্রান্তে স্থান, কর হে প্রদান,
মজি ব্রহ্ম-প্রেম-রসে।

ঊষা।

কে গো তুমি প্রভাময়ি! নিশা অবসানে,
দরশন দাও আসি গগন-প্রাঙ্গণে,
বিস্তার করহ নিজ অঙ্গ-শুভ্র-জ্যোতি?
তবাগমে প্রাচী দিক্ হয় হাস্যবতী।

জানাতে জগত-জনে তব আগমন,
প্রবাহিত মৃদুগতি শীতল পবন;
করিবারে তোমারে সাদর অভ্যর্থনা,
করয়ে বিহগকুল সুরবে ঘোষণা,
ত্যজি নীড় বিচরণ করে ইচ্ছামত;
দেখিতে দেখিতে হয় অরুণ উদিত।
এই যে আরক্ত রবি গগনে উদয়,
পথ-প্রদর্শিকা তাঁর তুমি জ্ঞান হয়;
রজনীতে নিদ্রাভোগ করি জীবগণ,
নিজ নিজ কাযে সবে দেয় এবে মন।
বালক বালিকাগণ আনন্দিত মনে,
নিয়োজিত নিয়মিত স্ব স্ব অধ্যয়নে।
প্রফুল্ল কুসুম-কুল উদ্যান ভিতর,
মধুলোভে মধুকর চলিছে সত্বর,
গুন্ গুন্ রবে সুমধুর তান তুলে,
এক ফুলে মধু পিয়ে যায় অন্য ফুলে।
সরোবরে বিকসিত অমল কমল,
প্রভাত-পবন-ভরে করে ঢল ঢল।
গোপাল গো-পাল লয়ে চরাইতে যায়
চপল গো-শিশু গুলি সঘনে লাফায়;

একবার যায় ছুটে, আসে আরবার,
পিয়ে স্তন, গণ্ড-যুগে বহে দুগ্ধধার ।
এ চারু প্রত্যূষ কালে রে বিমূঢ় মন !
কর কর একবার বিভুরে স্মরণ,
অখিল জগতে যিনি একমাত্র গতি,
তাঁহার চরণে কর অসংখ্য প্রণতি ।

প্রভাত ।

উঠহে ভাবুকবর, নিশা অবসান,
কোকিল-দম্পতি গায় সুমধুর গান ;
আলাপি' ললিত স্বর পাপিয়া-নিকর,
করিতেছে উল্লাসিত শ্রবণ-বিবর ।
আর যত খগকুল হইয়া মিলিত
গাইছে বিভুর নাম মহা হর্ষ চিত ।
দ্যুমণি প্রেরিত দূতী উষা সুবদনা,
হেরিয়া তাহারে যেন পূর্ব্ব দিগঙ্গনা,
অন্ধকার রূপ নিজ বদন- অম্বর
করিলেন দূর, হাস্য-স্ফুরিত অধর ;

প্রিয়-আগমন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
সহর্ষ অন্তরে করে সময় পালন।
ক্রমে ক্রমে দিনমণি সুবর্ণ বরণে
অগ্রেতে রঞ্জিত করি বৃক্ষশিরোগণে,
পরে করিলেন ধরাতল সমুজ্জ্বল,
নিদ্রা ত্যজি' জীব জন্তু জাগ্রত সকল।
কিবা শোভা এ সময় সরসী-সলিলে,
প্রকম্পিত কমলিনী পবন-হিল্লোলে;
দুঃসহ বিরহ তাপে হ'য়ে খিদ্যমানা
ছিলেন ত্রিযামা যোগে মুদিত বদনা,
এবে পেয়ে প্রাণপতি-কর রূপ কর,
প্রেমোল্লাসে প্রফুল্লিত শরীর সুন্দর।
কমল উন্মেষে সেই সরোবর-তীর
সৌরভে মোদিত করে প্রভাত সমীর
পেয়ে পরিমল ঘ্রাণ ভ্রমর সকল,
আসিতেছে মধু-লোভে হইয়া চঞ্চল।
কমল-কাননে বহে প্রমোদ-তরঙ্গ,
কুমুদিনী বিষাদ-সমুদ্রে ঢালে অঙ্গ।
দেখ হে ভাবুক! এবে প্রকৃতি-ললনা
ধরেছেন কিবা রূপ, কি দিব তুলনা।

মঞ্জু-গাথা।

কিবা সে প্রান্তর ভূমি শষ্পদামাবৃতা,
হরিত বসনে যথা প্রকৃতি শোভিতা ;
নীহারের বিন্দু শোভে তৃণদলোপরি,
মুক্তা-হারে বিভূষিতা প্রকৃতি সুন্দরী।
কিবা সেই বনস্থলী অতি সুশোভন,
বোধ হয়, প্রকৃতির রম্য নিকেতন।
যথায় পাদপ-চয় শির উচ্চ করি
দণ্ডাইয়া আছে যেন ভীষণ প্রহরী ;
যথায় লতিকাবলী বাহু বিস্তারিয়া,
আলিঙ্গয়ে তরুকুলে প্রণয়ে মাতিয়া ;
যথা বন-পুষ্প-রাজি হ'য়ে বিকসিত,
সৌরভ বিস্তারি করে দিক্ আমোদিত
যথায় ভ্রমরকুল মধু-পান-আশে;
গুঞ্জরি ললিত রাগে ফিরে ফুল-পাশে ;
প্রভাত-পবন যথা বহে মৃদু গতি,
যে বায়ু সেবনে প্রাণ প্রফুল্লিত অতি।
স্ব স্ব স্বরে রব করে বিহগ-আবলী,
শ্রবণ রঞ্জন কিবা সে কল কাকলী।
এইরূপ প্রাভাতিক শোভা মনোহর,
বর্ণিতে না পারি আমি বিমূঢ় অন্তর।

মঞ্জু-গাথা।

উঠ তুমি ত্বরা করি ত্যজিয়া শয়ন,
ঈশ-উপাসনা-রসে মগ্ন কর মন,
সমাপন করি অগ্রে বিভু-উপাসন,
হের হে প্রভাত-শোভা হে ভাবুক জন

সন্ধ্যা।

ধরিয়া আরক্ত ছবি, অস্তাচলে চলে রবি
দিবস হইল অবসান,
অদর্শনে দিনমণি, সরোবরে কমলিনী,
দুঃখ-ভরে ঢাকিল বয়ান ;
পদ্মে দেখি মুকুলিত, ভৃঙ্গকুল বিষাদিত;
ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া বেড়ায়,
কমল-অন্তরে কেহ, লুকায় আপন দেহ,
মনোসুখে যামিনী কাটায়।
অস্তমিত দিনমণি, করিয়া কাকলীধ্বনি,
খগকুল আসে নিজ বাসে ;
নীড়স্থিত শিশুগণে, দেয় অতি সযতনে,
আহারীয় মনের উল্লাসে।

গোপাল গো-পাল লয়ে,　গৃহ-মুখে আসে ধেয়ে,
　　গো-ক্ষুরে উত্থিত ধূলি-রাশি।
পরিশ্রমী নরগণ,　বিরাম লভে এখন,
　　সন্ধ্যা-বায়ু সেবনে উল্লাসী।
বন উপবন মাঝে,　কুসুম কলিকা রাজে,
　　কোন পুষ্পকলি প্রস্ফুটিত ;
ভ্রমর ভ্রমরী মিলি,　মধু পিয়ে কুতূহলী,
　　গুন্ গুন্ স্বরে গায় গীত।
রজনী আগতা দেখি;　কুমুদী প্রফুল্ল মুখী,
　　ভাসিতেছে সরসী-সলিলে,
দিনমণি আগমনে,　মুদিবে চারু বদনে,
　　বিজড়িত হবে দুঃখজালে।
ক্রমে সন্ধ্যা গত হলো,　যামিনী কামিনী এল,
　　নবরূপ ধরিল ধরণী,
আলোক জ্বালিয়া তবে,　গৃহ-কর্ম্ম করে সবে,
　　শিশু কুলে তোষেন জননী।

মঞ্জু-গাথা।

রাত্রি।

কোমল প্রকৃতিময়ী আইল রজনী,
উদিত গগন দেশে দেব নিশামণি।
উজ্জ্বল চন্দ্রিকাভাসে ভরিল ভুবন,
প্রকাশিল চন্দ্রমল্লী কোমল বদন।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাবৃন্দ হইয়া উদিত,
করেছে গগন-কায় হীরক খচিত।
ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিতেছে খদ্যোত-নিকর,
মলিন চন্দ্রমা-করে যাহাদের কর।
বিধু-প্রতিবিম্ব পড়ি সরসী-হৃদয়ে,
ক্ষণে ক্ষণে আন্দোলিত সমীর-সহায়ে।
তটিনী-তটস্থ তরুচ্ছায়া পড়ে জলে,
বুঝি তারা নিজাকৃতি হেরে কুতূহলে।
সুষুপ্ত জগত এবে, সুধীরা প্রকৃতি,
নিরখি ভাবুক জন ভাবে মুগ্ধমতি।
কেবল বহিছে নদী কুল কুল স্বরে,
যেন কোন জন কল বংশী-ধ্বনি করে;
কেবল শ্বাপদকুলে অন্বেষি আহার,
সর্ব্ব স্থলে ভ্রমণ করয়ে অনিবার।

রাত্রিচর পেচক কখন শব্দ করে,
কখন শৃগালকুল ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
ঝিঁ ঝিঁ স্বরে অবিরত ঝিল্লী করে রব,
ভাবুকের মনে নব ভাব সমুদ্ভব।
শন্ শন্ শব্দে ঝাউ-বৃক্ষ বায়ু বয়,
তর্ তর্ শব্দ করে তাল তরুচয়।
সঙ্গে লয়ে প্রিয়তমা স্বপন সখীরে,
ভ্রমিছেন নিদ্রা দেবী অখিল সংসারে।
কি ধনী, দরিদ্র কিবা মধ্যবর্ত্তী জন,
সকলেই সম সুখী হয়েছে এখন।
শ্রান্তি নিবারিণী নিদ্রা তোষেন সবায়
শোক সন্তাপাদি যত সব দূরে যায়।

গ্রীষ্ম।

আইল নিদাঘ কাল, আকৃতি অতি করাল,
যার ভয়ে চরাচর, সবে হয় ভীত রে।
সুপ্রচণ্ড দিবাকর, বরিষে প্রখর কর,
কাতর পথিকচয়, হইয়া তাপিত রে।

জগত-জন-জীবন, শ্রান্তিহারী সমীরণ,
অনল-কণিকা সম, উষ্ণতম হয় রে।
খেচর ভূচর যত, হইয়া ব্যাকুল চিত,
বাছিয়া শীতল স্থলে, বসতি করয় রে।
প্রতপ্ত সরসী-বারি, অস্থির সলিল-চারী,
পলাবার পথ নাহি, ভেবে নিরুপায় রে।
বলে কি ঘটিল কাল, এল কি বিষম কাল,
গেলে এ কুমতি কাল, সব জ্বালা যায় রে।
মানবের কলেবরে, অবিরত স্বেদ ঝরে,
শীতল চন্দন লেপি, ঘর্ম্ম নিবারয় রে।
সুস্নিগ্ধ কুসুমচয়, সতত সুগন্ধ-ময়,
বিনাশি গ্রীষ্মের তাপ, করে সুখোদয় রে।
গোষ্ঠে গোষ্ঠচারী যত, আহারে হয়ে বিরত,
শীতল পাদপ-তল, করিছে আশ্রয় রে।
চাতক বিশুষ্ক কণ্ঠে, জলদে ডাকে উৎকণ্ঠে,
শুনে সে কাতর স্বর, দুঃখ উপজয় রে।
দিনমান অবসানে, মনোরম শোভা বনে,
গ্রীষ্মের প্রদোষ অতি, রমণীয় হয় রে।
নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত, সৌরভে দিক্ মোদিত,
চুরি করি ফুল-গন্ধ, গন্ধবহ বয় রে।

ফুল্ল শিরীষ প্রসূন, যার কোমলতা গুণ,
আর্য্য গ্রন্থকারগণ, করেন বর্ণন রে ;
কামিনী কোমল করে, আহরি' আনন্দ ভরে,
করে যে কুসুমবরে, কর্ণ-আভরণ রে।
বিশ্বপতি বিধাতার, ইচ্ছা কিবা চমৎকার,
দিবাভাগে প্রাণিগণ, ছিল সন্তাপিত রে ;
পেয়ে এ প্রদোষকাল, সুখেতে হরিছে কাল,
উষ্ণভাব ত্যজি বায়ু, বহে শীতাশ্রিত রে।

বর্ষা।

বিগত হইল গ্রীষ্ম বর্ষা সমাগত,
চাতকগণের চিত্ত অতি প্রফুল্লিত।
তেজোশালী সূর্য্যদেব এবে বিমলিন
মেঘের নিকটে হন পরাক্রম হীন।
রজনীতে চন্দ্র তারা না পায় প্রকাশ,
বারিদ আবৃত সদা অসীম আকাশ।
শ্যাম তনু মেঘমালা কিবা সুশোভন,
চমকে চপলা বালা উজলি ভুবন।

কখন গরজে মেঘ মৃদুল গভীর,
কদাপি ভীষণ রবে শ্রবণ বধির।
বজ্রাঘাত হয় কভু অবনী মণ্ডলে
নিপতিত কত জীব কালের কবলে।
ধারাধর হতে ধারা পড়ে অবিরল,
দরশনে পরিতৃপ্ত নয়ন যুগল।
হ্রদ সরোবর চয় জলে উচ্ছ্বাসিত
এ সময়ে ভেককুল বড় হরষিত,
পাইয়া নূতন জল ইচ্ছা অনুসারে,
লম্ফ ঝম্ফ করে কত ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
আনন্দ মনেতে যত কৃষক নিকর,
নত মুখে কৃষি কার্য্যে সতত তৎপর।
পেয়ে বরিষার বারি তটিনী সকল,
দ্রুতগতি প্রবাহিত করি কল কল;
উঠিছে তরঙ্গকুল বিপুল ভীষণ,
সুখেতে সন্তরে ভীম জল জন্তুগণ।
জলদ গরজ রব করিয়া শ্রবণ,
আনন্দে উন্মত্ত প্রায় হয়ে শিখীগণ,
নাচিছে, বিস্তারি চারু চন্দ্রক কলাপ,
দরশনে মানবের দূরে যায় তাপ।

কেতকী কদম্ব পুষ্প হ'য়ে প্রস্ফুটিত,
করিছে কানন ভূমি অতি সুশোভিত।
বারি সিক্ত তরু পত্র পবনে চালিত,
টুপ টাপ্ ঝরে জল-বিন্দু অবিরত।
পূর্ব্ব দিক্ হ'তে বায়ু বেগে প্রবাহিত
সে বায়ু সেবনে পীড়া সম্ভব নিশ্চিত।
জল-কণা-জালে পড়ি অরুণ কিরণ,
সমুদিত শক্র-ধনু বিবিধ বরণ।
সে সুন্দর ধনুরূপ নিরখি নয়নে,
কে না চিন্তা করে সেই অখিল কারণে?
ধন্য সেই নিরঞ্জন ধন্য শক্তি তাঁর!
ধন্য ধন্য শিল্পী তিনি কৌশল-ভাণ্ডার!

শরৎ।

সুখদ শরৎ আইল জগতে,
মরি কি সুন্দর শোভা অবনীতে!
দৃষ্টি করি যবে প্রান্তর প্রদেশে
স্বভাব সজ্জিত তথায় সুবেশে।

শ্যাম শস্য-তৃণ সমীরণ-ভরে,
আন্দোলিত হ'য়ে কিবা শোভা করে
বিকসিত কাশ-কুসুম-নিচয়,
বিশদ স্বভাব-সুষমা-নিলয়।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রখর কিরণে,
শুষ্ক পথ, হর্ষ পথিকের মনে।
গতায়াতে আর নাহি কোন ক্লেশ,
সানন্দে মানব ভ্রমে নানা দেশ।
জলাশয়ে শোভে অমল কমল,
বিকসিত তাহে কোমল কমল;
মধু-পানাশয়ে মধুপ নিকর,
মধুর গুঞ্জন করে নিরন্তর,
নলিনীরে যেন তুষিবার তরে,
স্তুতিপাঠ করি ভ্রময়ে ভ্রমরে।
হংস আদি জলচর পক্ষিগণে
স্বচ্ছ নীরে কেলি করে হৃষ্ট মনে।
বারি রাশি মৃদু মারুত-তাড়িত,
সঘনে ললিত লহরী উত্থিত।
প্রস্ফুটিত স্থলে স্থল-কোকনদ,
অতুল সৌন্দর্য্য-গরিমা-আস্পদ।

মৃদুল সৌরভ ফুটে শেফালিকা
মানবের মনোনয়ন-রঞ্জিকা।
গগন মণ্ডল অতি নিরমল,
মেঘহীন, নীল প্রভায় উজ্জ্বল।
শারদ সুধাংশু কিবা মনোহর,
হেরি পুলকিত মনুজ-অন্তর।
সমুজ্জ্বল গ্রহ, তারকা-নিচয়
দরশনে কে না বিমোহিত হয়?
সুখদা ক্ষণদা আগতা যখন
কৌমুদী প্রকাশে উজ্জ্বল ভুবন।
আর কত বিধ শারদীয় শোভা,
বর্ণিতে কে পারে, জন মনোলোভা?
ধন্য বিশ্বপতি! ধন্য সৃষ্টি তাঁর!
বার বার তাঁর পদে নমস্কার।

হেমন্ত।

বিগত শরৎ ঋতু হেমন্ত আইল,
ক্ষেত্রে ধান্য শীষ সব পাকিয়া উঠিল।
নাহি আর ধান্য-ভূমি শ্যাম প্রভাময়,
পীতবর্ণ ধরি নব শোভাধার হয়।

অন্য শস্য ক্ষেত্র যত হরিত-রঞ্জিত
চারু রূপ ধরি তথা প্রকৃতি রাজিত ।
সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তনী করে কৃষক সকলে
কাটে ধান্য, গ্রাম্য গীত গায় কুতূহলে
বহু যত্নে কায়-ক্লেশ করি অনুক্ষণ
শ্রমলব্ধ ধন পেয়ে কৃষী হর্ষ মন ।
উত্তর পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত,
ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প শীত অনুভূত ।
রাত্রি কালে বৃষ্টি তুল্য হিমানী পতন
মলিন হিমাংশু আর গ্রহ তারাগণ ।
প্রভাতে নীহার বিন্দু শোভে তৃণদলে
যেন কি মুকুতা পাঁতি পতিত ভূতলে ।
হিমাগমে একেবারে পদ্ম পায় লয়,
পৃথিবীতে প্রিয়বস্তু ক্ষণস্থায়ী হয় ।
স্থলে স্থল-পদ্ম আর নহে প্রস্ফুটিত,
হিমরাজে দেখি যেন ভয়েতে কুণ্ঠিত ।
হেমন্তের সমাগমে ভুজঙ্গ-নিচয়,
আবাস-বিবর-মাঝে লুক্কায়িত হয় ;
সর্পকৃত অত্যাচার হয়েছে লাঘব,
বিকল করিছে কিন্তু ব্যাঘ্র-উপদ্রব ।

শীত।

আইল দুরন্ত শীত অবনীমণ্ডলে,
শাসিতে জগত জনে ভীম ভুজ-বলে।
শীত ভয়ে প্রাণিগণ ব্যাকুল অন্তর,
নিবারণ হেতু সবে হয় যে তৎপর।
শীতে উপজয় কভু এরূপ জড়তা
হস্ত পদ প্রসারিতে থাকে না ক্ষমতা।
উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার করে নরগণ,
শাল, লুই, বনাত প্রভৃতি অগণন।
শয়ন সময়ে পাছে শীতে হয় ক্লেশ,
এ কারণে করে তার উপায় বিশেষ,
তুলা বস্ত্র বিনির্ম্মিত গাত্র আচ্ছাদন,
গায়ে দিয়া সুখে করে রজনী যাপন।
এ সময়ে দুঃখী লোক বড় কষ্ট পায়,
দেখিলে তাদের দুঃখ হৃদি ফেটে যায়,
বস্ত্রাভাবে শীতে তনু হয় সে কম্পিত,
অতি কষ্টে করে তারা রজনী বাহিত;
প্রাতঃকালে সন্ধ্যা কালে সেই দুঃখীগণ,
অনল উত্তাপে করে শীত নিবারণ।

এ সময়ে রবি-কর অতি মৃদুতর
মানবের পক্ষে উহা অতি সুখকর ;
প্রভাতে, রাত্রিতে জলস্পর্শে মহা ক্লেশ,
অনল তপন তাপে সুখ এক শেষ।
শীতে রোমাঞ্চিত তনু হয় ঘন ঘন,
অতিবেগে প্রবাহিত উত্তর পবন।
মশকাদি ক্লেশপ্রদ ক্ষুদ্র কীট যত,
তাহাদের অত্যাচার অল্প অনুভূত।
প্রাতে জলাশয় হ'তে বাষ্প সমুত্থিত,
দেখিতে দেখিতে বায়ু সহিত মিলিত।
রাত্রিকালে নভঃস্থল ধূমাবৃত হয়
চন্দ্রমা-আলোকে দিক্ সমুজ্জ্বল নয়।
হিম-পাতে তৃণ সব গিয়াছে জ্বলিয়া,
যাবত বৃক্ষের পত্র পড়িছে ঝরিয়া।
কোমল প্রকৃতি তনু শোভাময় অতি,
বিশুষ্ক দেখিয়া নর বিষাদিত মতি।
কেবল গোলাপ পুষ্প হয়ে প্রস্ফুটিত
করিছে মানব মন প্রমোদে পূর্ণিত।

বসন্ত।

আগত সরস বসন্ত-রাজ,
সহ নিজ সহচর সমাজ।
বৈতালিক সম বিহগগণ,
নব ভূপবরে করে স্তবন ;
গায়ক কোকিল পঞ্চমে গায়,
পাপিয়া রাগিণী দিতেছে তায় ;
নর্ত্তন-নিপুণ খঞ্জন জাতি,
নাচে ভূপাগমে সানন্দ মতি ;
বিবিধ সুকণ্ঠ বিহঙ্গ স্বরে,
সুধা বরিষয় শ্রুতি বিবরে।
চুরি করি চূত মুকুল গন্ধ,
বহিছে মলয়-অনিল মন্দ,
পরশে শরীর শীতল হয়,
শ্রান্তি পীড়া আদি সব নাশয়।
এ কালে ভ্রমণ সুখদ অতি
রমণীয় রূপ প্রকৃতি সতী।
তরু লতা আদি ভূরুহ দল,
ধরে নব নব কোমল দল।

নয়ন-রঞ্জন কুসুম চয়,
এ সুখ-সময়ে প্রফুল্ল হয়।
সুলোহিত আভা অশোক ফুল
করিছে ভ্রমর-মন আকুল;
ব্যস্ত হয়ে অলি বসিছে তায়,
মধু না পাইয়ে ফিরিয়া যায়।
প্রফুল্ল মাধবী লতিকাবলি,
মধু-দানে ধনী তুষিছে অলি।
পলাশ পুষ্প হেরি মনে হয়,
মধু-নৃপতি-ধনু প্রভাময়।
শুভ্র জ্যোতি কুন্দ কুসুম ফুল্ল,
উজলে কানন, শোভা অতুল্য
স্ফুটিত ললিত মালতী ফুল,
সমীরে চালিত গন্ধ মৃদুল।
বেল, গন্ধরাজ, মল্লিকা, যূথী,
বিতরে সৌরভ মধুর অতি।
পরিতৃপ্ত নাসা সুরভি ঘ্রাণে,
সুখী কর্ণযুগ ভ্রমর-গানে।
ধন্য বসন্ত ঋতু শ্রেষ্ঠতম,
সুখদ কেহ নহে তব সম।

ধন্য বিশ্বপতি করুণাময় !
সৃজিলা যিনি এ সুখ সময়।

স্বভাবের-শোভা।

এ ভব ভবন, কিবা সুশোভন, কর বিলোকন,
নয়ন দ্বয় !
সুরম্য মূরতি, ধরেছে প্রকৃতি, হেরে জন-মতি,
প্রফুল্ল হয়।
ঊর্দ্ধ নীলকায়,নভঃ শোভা পায়,স্থিত যার গায়,
গ্রহ নিকরে।
সুশীতল কর, শশাঙ্ক সুন্দর, হৃদয় উপর,
বিরাজ করে।
তারকার শ্রেণী, হেরি অনুমানি, চারু মুক্তা-মণি-
মালিকা হবে ;
সে হেতু অম্বরে, উরসি উপরে, রাখে সমাদরে,
অমূল্য ভেবে।
অবনী উপরে, দেখ দৃষ্টি ক'রে, কত ভূষা ধরে,
ধরণী-কায়।

নীলাভ ভূধর, সমুচ্চ শিখর, স্পর্শিতে অম্বর,
উঠিছে হায়।
পর্ব্বত-সদন, অগম্য কানন, করে বিচরণ,
সে বন মাঝে,
শার্দ্দূল কুঞ্জর, মহিষ শূকর, কত ক্ষীণতর,
শ্বাপদ-রাজে।
বিষাক্ত দশন, ভুজঙ্গমগণ, করয়ে ভ্রমণ,
তুলিয়ে ফণা,
মণি শিরোপরে, সুপ্রভা বিতরে, যেন তমো হরে,
দ্যুমণি-কণা।
কোথাও নির্ঝর, ঝরে ঝর ঝর, সুমধুর তর,
সে স্বর অতি।
কোথা বা তটিনী, করি কল ধ্বনি, দিবস রজনী,
করিছে গতি।
কোথাও সুন্দর, বিহঙ্গ নিকর, বসি তরু' পর,
মধুর স্বরে,
গায় বিভু-গান, শ্রবণে যে গান, বিমোহিত প্রাণ,
নয়ন ঝরে।
হয়ে কুসুমিত, তরু সুশোভিত, গন্ধে আমোদিত,
দিক্ সকল,

পেয়ে পরিমল, হইয়া বিকল, ধাবিত চঞ্চল,
ভ্রমর দল।
কোন সরোহ্রদে, ফুল্ল কোকনদে, মত্ত রূপ-মদে,
যেন নলিনী,
প্রফুল্ল নয়নে, হেরিছে তপনে, বদ্ধ প্রেম-গুণে,
সে দিনমণি।
অতল সাগর, নদী কলেশ্বর, কত জলচর,
নিবসে তায়,
নীল বারি পরে, তরঙ্গ বিহরে, নেত্র মনোহরে,
সে সুষমায়।
এইরূপ কত, শোভা শত শত, হেরিয়ে মোহিত,
নয়ন ভূমি;
এ সব সৃজন, করিলা যে জন, স্মর অরে মন,
সে বিশ্বস্বামী।
সদা ভাব তাঁরে, ভাবিলে যাঁহারে, হইবে অচিরে
বাসনা পূর্ণ,
সার মুক্তি-পথ, লভিবে ত্বরিত, পাপ দূর গত,
হইবে তূর্ণ।

সিত রজনী।

নিরমল নীলাকাশ করিয়া আসন
উদিত হয়েছে কিবা শশাঙ্ক শোভন,
চারি দিকে সুবেষ্টিত নক্ষত্র-সমাজ,
মধ্য স্থলে পূর্ণ-শশী করিছে বিরাজ,
বিতরে অমৃত-কর অতি স্নিগ্ধ-কারী ;
কৌমুদী-বসনাবৃতা ধরণী সুন্দরী।
তরু লতা তৃণ-জালে চন্দ্রমা-কিরণ,
ফলিত হয়েছে আহা সুন্দর কেমন !
ফুটিয়াছে চন্দ্রমল্লী বিপিন-ভূষণ,
পরিমলে তুষিতেছে ভাবুকের মন।
ক্ষণে দৃষ্টিপাত করি দেখি সরোবরে,
শশি-প্রিয়া কুমুদিনী হসিত অধরে,
করিতেছে নানা রঙ্গ লয়ে সুধাকরে,
কম্পিত কোমল তনু মন্দ বায়ু-ভরে,
নিজ পতি হেরে সতী অতি হর্ষমতি ;
কিন্তু দেখি ম্লানমুখী নলিনী যুবতী,
প্রাণেশ বিরহে ধনী হয়ে ক্ষুণ্নমনা,
হায় রে মুদিত-মুখী সুচারু-বদনা।

বায়ু-ভরে তরঙ্গিত সরসীর জল,
চন্দ্র-প্রতিবিম্ব তায় করে ঝলমল ;
যেন বিধু কুতূহলী স্বদেহ দর্শনে,
স্বচ্ছ সরোমুকুরেতে দেখিছে বদনে ।
এইরূপ সুখময়ী শশিযুতা নিশি,
নিরখি অন্তর, বিভু-প্রেমেতে উল্লাসী ;
প্রীতি-পুষ্পে মাখাইয়া ভক্তির চন্দন,
সানন্দে মানসে পূজি ঈশ্বর-চরণ ।

উপবন ।

আহা মরি কি সুন্দর এই উপবন,
তরু লতা জালে কিবা হয়েছে শোভন !
ফুটেছে বিবিধ ফুল বিবিধ বরণে,
বিভাসিত উপবন কুসুম-কিরণে ।
চুরি করি ফুল্ল ফুল পরিমল-ধন,
বহিতেছে গন্ধবহ সুমন্দ গমন ।
পুষ্প-মধু-পান-মত্ত যত ভৃঙ্গকুল
বসিছে প্রসূনোপরি হইয়া ব্যাকুল,

গুন্ গুন্ রবে করে সঘনে ঝঙ্কার,
আনন্দে কুসুম বনে করিছে বিহার।
বসিয়া কোকিল-রাজ তরু-শাখা' পরে,
হরষিত চিতে গান গায় পঞ্চ স্বরে।
বিবিধ বিহগ হ'য়ে একত্র মিলিত,
করিছে কাকলী-রব শ্রবণ ললিত।
মরি কিবা মনোরম সেই কল তান,
বিনায়াসে মানবের তোষে মনঃ প্রাণ!
উন্নত পাদপচয় শ্রেণী বিরাজিত,
হরিত পত্রেতে শাখা প্রশাখা মণ্ডিত।
অরুণ-কিরণ-যুত নবীন পল্লব,
কোন কোন শাখা শিরে হয়েছে উদ্ভব।
মৃদুল মারুত ভরে কাঁপে শাখা চয়,
ইঙ্গিত করিছে বলি অনুমান হয়।
কোন স্থানে রমণীয় লতিকা-বিতান,
করিতেছে উদ্যানের সুষমা বিধান।
কুসুম-ভূষিতা লতা দোলে বায়ু-ভরে,
কৃশাঙ্গী কামিনী যেন সুখে নৃত্য করে।
পরস্পর বিজড়িত লতিকা-নিচয়,
কমনীয় কান্তি হেরে মোহিত হৃদয়।

নয়ন-রঞ্জন এই সুরম্য উদ্যান,
সন্তাপিত চিত্তে করে সান্ত্বনা প্রদান।

তৃষিত চাতক।

উদিত নবীন মেঘ আকাশ মণ্ডলে,
উড়িছে চাতক চয় দেখ দলে দলে,
নব বারি-ধারা পানে হয়ে আশান্বিত
চিত্তোল্লাসে নভঃ পথে ফিরে ইতস্ততঃ ;
কিন্তু হায় এ কি পরিতাপের বিষয়।
বহিল প্রবল বায়ু যেন কি প্রলয়,
প্রচণ্ড পবনাঘাতে নীরদ-নিকর,
শ্যামবর্ণ ত্যজি তনু হইল ধূসর,
দেখিতে দেখিতে ছিন্ন ভিন্ন কলেবর,
ক্রমেতে বিলীন হলো গগন-অন্তর।
তৃষিত চাতকগণ এরূপ হেরিয়া,
বিধাতার প্রতি কহে আক্ষেপ করিয়া ;-
হে বিধাতঃ এ কি তব যোগ্য আচরণ,
হৃদয়-নিলয় তব কঠিন কেমন।

এই যে নবীন মেঘ উঠিল গগনে,
শীতল করিবে ধরা বরষি জীবনে,
ধারাপাতে পৃথিবীর হবে সুমঙ্গল,
বপন করিবে বীজ কৃষক সকল,
জন্মিবেক শস্য যাহা জীবের জীবন,
যদ্দ্বারা বিনাশি ক্ষুধা বাঁচে জীবগণ।
আমরা চাতক জাতি মনের উল্লাসে,
ঊর্দ্ধমুখে ছিনু সবে চাহিয়া আকাশে,
নবীন বারিদ-বিন্দু সুখে করি পান,
শীতল করিব চির-তৃষা-যুক্ত প্রাণ,
তাহাতে বিবাদী বায়ু হইল এমন,
নিরাশ হইনু সবে পাইতে জীবন।
আছে বটে পৃথিবীতে বহু জলাশয়,
সে বারি পানেতে তৃপ্ত মোরা কভু নয়
নীরদ-নিঃসৃত যেই অবিমিশ্র বারি,
সেই বারি আমাদের তৃষা স্নিগ্ধকারী।

নদী।

অয়ি স্রোতস্বতি শৈল-সম্ভবে !
কি ভাবিছ বল সুকল রবে ?
বুঝিতে ও ভাষা না পারি যদি,
কিন্তু অনুমানি শুন গো নদি !
জীব-হিত-হেতু হয়েছ ব্রতী,
পর-দুঃখ হেরি কাতরা সতি,
তাই মৃদু স্বরে বলিছ নরে,
সদা যেন দয়া ধর্ম্ম আচরে !
অয়ি প্রবাহিণি ! শিখরী-সুতে !
জন্ম তব মহী-শুভ সাধিতে।
গিরিজে ! তোমার প্রভাব-বলে,
সদা উপকৃত মনুজকুলে।
বাণিজ্য ব্যাপারে সুবিধা কত,
তব হৃদে তরী চলিছে শত,
অনায়াসে যায় বিবিধ দেশ,
দূরিত জীবের শরীর ক্লেশ ;
তৃষায় কাতর পথিক চয়
পান করি তব শীতল পয়,

শ্রম পরিহরি হরিষ মনে,
পুনরপি রত হয় প্রয়াণে।
শ্রমজীবী যত কৃষকগণে,
ক্ষেত্র-কর্ম্ম করি ক্লান্ত বদনে,
অঞ্জলি বান্ধিয়ে যুগল করে,
পিয়ে তব নীর পিপাসা হরে।
নিদাঘ-তাপিত পশু সকলে,
যূত-সহ নামি তব সলিলে,
অবগাহি দেহ শীতল নীরে,
পুনরপি ধীরে উঠয়ে তীরে।
তব বারি-গুণে অয়ি তটিনি!
উর্ব্বরতা-শক্তি পায় ধরণী।
শুভদে! তোমার শুভ জীবন
তরু লতা তৃণ আদি জীবন।
তীর-দেশ তব কিবা শোভিত,
মানবের মন করে মোহিত।
হরিত-বসনা প্রকৃতি ধনী,
চারু কান্তিময়ী স্মিতবদনী।
সুরঙ্গ-রঞ্জিত তরঙ্গ-মালা,
(পর কি হে ধনি! রতন-মালা?)

অনিল-ভরেতে তোমার কায়,
মৃদু মৃদু কাঁপে কি শোভা পায়।
রবি-কর-পাতে বিমল বারি,
হয় জন-মনোমোহনকারী।
চিন্তানলে চিত দহে গো যার,
হেরিলে তোমার সুষমা-ভার,
ক্ষণিক কারণ সে দুঃখী মন
হরিষ-রসেতে হয় মগন।
তরঙ্গিণি! তব অসীম গুণ,
বর্ণিবারে আমি নহি নিপুণ।
বিভুর আদেশ পালন করি,
সুখিনী তুমি গো দিবা শর্ব্বরী,
সে আজ্ঞা-পালনে বিরত নর,
পাপানলে সদা দহে অন্তর।

তামসী নিশা।

তিমির-বসনা যামিনী আইল,
ক্রমেতে জগত সুষুপ্ত হইল,

রাজ-পথে আর নাহি জন-স্রোতঃ
সবে নিদ্রা দেবী সেবা-অনুরত।
ফুল-মধু-পান ত্যজি অলি-দলে,
রয়েছে নীরব নিদ্রার কৌশলে।
পক্ষিগণ করে নীড় সমাশ্রয়,
কোন পাখী শাখা-পরে রয়।
রজনী বিহারী পেচক বিহঙ্গ,
অন্ধকার রাত্রে বাড়ে তার রঙ্গ,
মনের আনন্দে করে বিচরণ,
পেচক-চরিত্র হয় দুষ্ট জন।
তামসী নিশাতে তস্কর সকল,
অনায়াসে সাধে অভীষ্ট সকল।
পাতকী-প্রধান লম্পট-নিচয়,
তিমির দর্শনে প্রফুল্ল হৃদয়;
কুলটা রমণী আনন্দিত মনে,
তোষে পাপ তৃষা অতি সঙ্গোপনে।
সরোবর-নীরে কুমুদিনী ধনী
জীবেশ-বিরহে বিষণ্ন বদনী।
অসংখ্য তারকা-রাজি সমুদিত,
যেন কি আকাশ হীরক-খচিত।

শশি-সন্নিধানে নক্ষত্র-নিকর,
প্রকাশিতে শক্ত নহে নিজকর
দিন পেয়ে আজি তেজ দেখ তার,
জগতের রীতি এই সে প্রকার।
তমোময়ী নিশা হেরিয়া নয়নে,
পুলকিত-মতি খদ্যোতিকা গণে,
ঝাঁকে ঝাঁকে তরু' পরে শোভাকরে,
কভু দলবদ্ধ ফিরিছে অম্বরে।
এ রজনী যোগে রে অবোধ মন,
এক মনে ভাব বিভুর চরণ,
ভাবিলে যাঁহারে মুক্তি পরিণামে,
ভুলনা তাঁহারে তুমি অষ্ট যামে।

নলিনীর প্রতি।

দিনমণি-প্রিয়া অয়ি নলিনি!
এ কি তব রীতি বলনা শুনি,
জীবন সঁপেছ দিনেশ প্রতি,
মধুর প্রণয়ে হয়েছ ব্রতী।

রজনী আগত হেরি নয়নো
ঢাক লো বদন দুঃখিত মনে,
দুঃখেতে যামিনী যাপন করি,
উষাগমে পুনঃ ওলো সুন্দরী,
প্রেমোল্লাস ভরে প্রফুল্ল মুখী,
হের কান্তে, হ'য়ে অতুল সুখী।
ভানু সহ তব প্রণয় এত,
অলি তবে কেন ও পদানত?
তব মধু-পান করি সতত,
খ্যাত ভুবনে নাম মধুব্রত।
সেই সে ভ্রমর মুদিত মনে,
করে কেলি সদা তোমার সনে।
দিনকরে প্রেম জ্ঞাপন-তরে
ঢাক যবে মুখ বিষাদ-ভরে,
তথাপি তব সে প্রাণ-ভ্রমর,
থাকে অন্তরে না হয় অন্তর।
একাকিনী তুমি যুগল পতি,
হায় হায় এ কি সতী-প্রকৃতি?
রমণীকুলে সহিবারে গ্লানি,
সৃজছে বিধি তোরে লো নলিনি!

মনুষ্যের স্বভাব।

দেখ দেখ অই প্রসারি নয়ন,
সরসী-কমলে কিবা সুশোভন,
ফুটেছে কমল চারু পরিমলে,
দুলিছে প্রভাত-পবন-হিল্লোলে।
আহা কি সুন্দর, নেত্র বিনোদন।
মধু লোভে আসে মধুলিহগণ ;
মধুর গুঞ্জন করে অবিরত,
শ্রবণে শ্রবণ হয় বিমোহিত।
কিন্তু হায় হায় যবে কমলিনী,
মধুহীনা হবে বিশুষ্কবদনী,
তখন কি আর এই ভৃঙ্গ দলে,
মধুর গুঞ্জনে তুষিবে কমলে ?
নলিনী-সদনে আসিবে না আর,
অন্য ফুল-দলে করিবে বিহার।
তেমনি যখন মনুজ-সদনে,
থাকেন কমলা অচপল মনে,
কত জনে তাঁর স্তুতি বাদ করে,
যশোগীত-ধ্বনি পরশে অম্বরে।

বহু জন পূর্ণ সে সুখ-ভবন
হর্ষ-কলরব উঠে অনুক্ষণ।
ভাগ্য-দোষে যবে হায় রে কমলা,
তারে ত্যজি যান হইয়া চঞ্চলা,
দুরবস্থা হেরি কে তারে জিজ্ঞাসে ?
কেবা আসে বল শ্রীহীন সে বাসে ?
ধন-হীন হেরি তোষামোদি-দল,
কায় মনে সেবে অন্য ধনিদল।
ধন-শূন্য নরে কেহ না আদরে,
অভিমানে মানি-নেত্রে জল ঝরে
নলিনী ভ্রমরে মানব-প্রকৃতি,
সুন্দর আদর্শ, চারু উপমিতি।

কোকিল।

বসন্তের আগমনে নবামোদে মাতি',
কে তুমি বিহঙ্গবর তরু-শাখে বসি',
বরিষ সঙ্গীত-সুধা জগত মাতায়ে ?
তোমার ললিত স্বর পশিলে শ্রবণে,
ভাসে রে হৃদয় মম সুখের তরঙ্গে ;

ভাবি বুঝি বাণী দেবী সদয়া হইয়া,
স্বীয় বীণা-বিনিঃসৃত সুতান-লহরী
প্রদানি তোমারে, কিহে পাঠাইলা হেথা,
বিনোদিতে শোক-তপ্ত মনুজ-হৃদয়?
আছে ত বিহঙ্গ বহু ভারত-কাননে;
গায় রে পাপিয়া গীত অতি সুললিত;
শ্যামার সুন্দর তানে মোহিত মানস;
আর আর কল-নাদী পক্ষী আছে কত,
ঢালে রে অমৃত-ধারা শ্রবণ-বিবরে,
তোষে বটে মনঃ প্রাণ মধুর সঙ্গীতে;
কিন্তু তব সম পাখি কারেও না গণি।
মথি স্বর-সিন্ধু সেই দেব সৃষ্টি-পতি
দিলা তার সার-ভাগ চারু কণ্ঠে তব,
কলকণ্ঠ নাম তব তেঁই এ জগতে—
তেঁই হে বিহঙ্গ-মাঝে শীর্ষ-স্থান তব।

চোক্ গেল।

হে বিহঙ্গ! তরু-শাখে বসিয়া সুস্বরে
'চোক্ গেল' 'চোক্ গেল' শুদ্ধ এই রবে

কেন বল বার বার প্রকাশ যাতনা ?
কিছু না বুঝিতে পারি, কিসের লাগিয়া
শিখেছ এ ভাষা তুমি অহে নভোচর !
সামান্য মানব আমি, নাহি বুদ্ধি-লেশ,
শুনিয়া তোমার রব করি অনুমান,
যেন এই পৃথিবীর পাপ-ক্রিয়া যত
নিরখি নয়নে, সহিতে না পারি, তাই
উচ্চৈঃস্বরে 'চোক্ গেল' 'চোক্ গেল' বলি
প্রকাশ মনের ভাব অহে দ্বিজবর !
নতুবা তোমার কণ্ঠ বিবর হইতে
উথলে যে স্বর-সুধা, ঊষা সমাগমে,
(যখন আরক্ত রাগে রঞ্জি পূর্ব্বাকাশ,
সমুদিত দিনমণি চারু নব বেশে),
সে স্বর শুনিয়া হেন বোধ হয়, যেন
গাইয়া বিভুর গুণ সুমধুর তানে
ছড়াও পৃথিবী-তটে সুস্বর-লহরী,
শ্রবণে যে রব ত্যজি সুখ-নিদ্রাবেশ
উঠেরে মানবকুল অলস নয়নে।
বিভু-কৃত বন্দী তুমি মানব সদনে
আর আর পাখী সহ-বিপিনবিহারী।

যতনে মহীপ-নিদ্রা-ভঞ্জন-কারণ
গায় বন্দী সকৌতুকে ললিত সুস্বরে ;
ঈশ-নিয়োজিত বন্দী বিহগ-নিচয়
তা চেয়ে কি মিষ্ট স্বরে গায় না ললিত ?
কিম্বা এবে সে বিচারে কিবা প্রয়োজন ?
জিজ্ঞাসি' তোমারে অহে সুনাদী বিহঙ্গ !
ত্যজি নিজ কল স্বর বল কোন্ হেতু
ডাক সদা 'চোক গেল' 'চোক্ গেল' রবে ?
অতিশয় কৌতূহল-পূর্ণ মম মন ;
দিয়া সত্য পরিচয় সরল হৃদয়ে
কর কর আমার এ তৃষা নিবারণ,—
হউক অচিরে মম সংশয় ভঞ্জন।

দয়া

সজ্জন-মানসাকাশে কে তুমি সুন্দরী !
বিতর বিমল বিভা অয়ি স্মিতাননে !
প্রকাশে চপলা বটে শ্যামল জলদে,
অল্প ক্ষণমাত্রস্থায়ী তার তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ ;

কিন্তু তব তনু-জাত কান্তি সমুজ্জ্বল
উজলে গো হৃদাকাশ সদা সম ভাবে।
তব সানুকূল দৃষ্টি নাহি যার প্রতি,
বৃথায় মানব-দেহ ধরে সে ধরায়।
তোমার মহিমা বলে এ মহী-মণ্ডলে
প্রসবে সুফল কত কে বলিতে পারে?
বিষম বিপদ্ জালে জড়িত দেখিয়া
কোন জনে, কেন মন হয় গো ধাবিত
বিমোচিতে তারে সে বিপদ্-পাশ হ'তে
দরিদ্রতা-রূপিণী রাক্ষসী ভয়ঙ্করী
করে গো শাসন যবে কোন ভাগ্য-হীনে,
যথা সাধ্য তার ক্লেশ দূর করিবারে
কেন যত্নবান্ হয় মানব-মণ্ডলী?
পীড়ায় কাতর কেহ কাঁদে আর্ত্তস্বরে,
শুনি সেই স্বর, হেরি সে মলিন মুখ
কোন্ বৃত্তি-বশে মন হয় গো ব্যথিত?
দয়া তার নাম—শুভকরী বৃত্তি সেই।
যার হৃদে তুমি বাস কর নিরন্তর,
ধন্য ধন্য সেই জন ধন্য এ জগতে!
দয়া-শূন্য হিয়া মরু সম গণি আমি।

আশা।

অয়ি আশা! তোমার কুহক মন্ত্র-বলে
মোহিত মনুজ-মন, হায় রে এরূপ
ছলিবারে পারে হেন সাধ্য আছে কার?
সদা ক্রীড়া কর তুমি মানবের মনে;
যদি কভু তিলমাত্র হও অন্তরিত,
অমনি ত্বরিত আসি হইয়া উদয়
প্রকাশ মোহিনী-লীলা জীবমুগ্ধকরী।
তুমি যদি না থাকিতে অয়ি বিশ্বরমে!
এ মহীভুবন হ'ত দুঃখের নিলয়।
অসীম ক্ষমতা তব কে বর্ণিতে পারে?
তাপিত জীবের তুমি সুখ-প্রদায়িনী;
সংসার-যন্ত্রণা-বিষে জর্জ্জর-হৃদয়
হইয়া যে জন, বীতরাগ জীবনেতে,
তোমা বিনা কার সাধ্য সে ব্যথিত জনে
দেয় রে সান্ত্বনা-বারি যাতনা-অনলে?
ভুলিয়া পূর্ব্বের দুঃখ তোমার প্রভাবে
পুনরায় চেষ্টা করে লভিবারে সুখ।
ভুবন-মোহিনি! জন-চিত্ত-বিনোদিনি!

মনুষ্য-হৃদয়ে তুমি তরঙ্গিণী সম
প্রবাহিত অবিরাম। অয়ি মায়াবিনি!
লুপ্ত-ধন-প্রাপ্তি-আশা, পুনঃ.সুখ-ইচ্ছা,
মহীপ-ধন-পিপাসা, নব প্রেম-তৃষা,
যুবতী-জন-লালসা,সন্তান-কামনা,
ঈশ্বর-সকাসে সদা মুক্তি-পদ-ভিক্ষা,
তোমার প্রভাবে নিত্য মানসে উদয়।
তোমার করুণা-দৃষ্টি যদি না হইত
প্রাণি-গণ প্রতি, কেহ না বাঁচিত কভু
এ ভব-সংসার-ধামে। অয়ি কুহকিনি!
বর্ণিতে মহিমা তব সুধী-জন-গণ
অক্ষম, আমি কি হায় পারি তা বর্ণিতে?
চাপল্য-প্রকাশ-মাত্র লেখণী-চালন—
বামন হইয়া শশাঙ্ক ধরিতে ইচ্ছা।

বাল্য-বাস-ভূমি।

অয়িবাল্য-বাস-ভূমি! বিরহে তোমার
ব্যাকুল এ প্রাণ মম হায় গো সতত;

সতত চাহে গো আঁখি হেরিবার তরে
কমনীয় কান্তি তব নয়ন রঞ্জিনী।
যথায় প্রশস্ত ভূমি তৃণ-সমাবৃত
শোভিত প্রকৃতি সতী হরিত বসনে ;
শ্যামল বিটপি-শাখে পক্ষী নানা জাতি
করিত কাকলী রব—শ্রবণ-রঞ্জন।
স্ব স্ব নিয়মিত কাল করি অধিকার
বিরাজিত ছয় ঋতু ; প্রকৃতি সুন্দরী
নব নব রূপ ধরি প্রিয় ঋতু গণে
তুষিতেন, তোমে যথা রজনী বিগতে
স্মিতমুখী কমলিনী সরাগ তপনে।
শরীরের স্বাস্থ্যকর বিমল বাতাস
বহিত, জীবের মনে প্রমোদ বিতরি।
বিকশিয়া ফুল-কুল চারু প্রভা দানে
উজলিত তনু তব অয়ি প্রিয় ভূমি !
অকৃত্রিম শোভাময় তোমার শরীর
হেরিয়া মোহিত হ'ত চক্ষু-মনঃ-প্রাণ।
ফুলকুল-প্রিয়া আমি ছিলাম কৈশোরে ;
সতত চঞ্চল হ'ত মানস আমার,
কৌমার স্বভাব হেতু, সাজিতে কৌতুকে

মনোরম ফুল-সাজে—অপার আনন্দ।
প্রশস্ত নির্ম্মল তব চারু অঙ্ক-দেশে
সুখময় বাল্যকাল করেছি যাপন।
সুখের কৌমার কাল—হায় রে যে কালে
জানিত না মন চিন্তা-ব্যাধির যাতনা,
সারল্য-মিশ্রিত হর্ষ-উৎসের তরঙ্গ
উঠিত হৃদয়-মাঝে দিবস রজনী ;
কোথায় সে মন এবে, কোথায় সে স্থান ?
ভাবিলে উপজে হায় যাতনা বিষম,
অনর্গল অশ্রু-ধারা বরষে নয়নে।
আর কি গো প্রিয় ভূমি হেরিব তোমায় ?
আর কি স্বজন সহ সুখের তরঙ্গে
ভাসিব তেমতি, হায় যথা তব ক্রোড়ে
যাপন করেছি কাল সদানন্দ সহ ?
যদ্যপিও প্রিয় ভূমি পাই গো তোমায়,
কিন্তু আর আসিবে না সে সুখের দিন,
গিয়াছে যে দিনচয় অলক্ষিতরূপে।
হেরিলে তোমারে এবে, এ মম হৃদয়ে
কি ভাব উদিত হবে, দুর্ব্বল লেখনি
বর্ণিতে সমর্থ নহে সে ভাব নিচয়।

মনোরম স্বপ্ন।

একদা রজনী-যোগে বিরাম শয়নে
করিয়া শয়ন, মুদি নয়ন-যুগল,
করিতেছি নিদ্রা-দেবী-চরণ সেবন,
হেন কালে অকস্মাৎ কিবা মনোরম
অপরূপ স্বপ্ন আসি মানসে উদিত।
দেখিলাম যেন স্বর্গ-পুরী মনোহর,
নাম যার বৈজয়ন্ত, দেবরাজধানী ;
দেবতার রাজা ইন্দ্র মহিষী পৌলোমী
যথায় করেন বাস সুরগণ সহ।
নির্ম্মিয়াছে বিশ্বকর্ম্মা সভা সুগঠন ;
যে যে স্থলে যে যে বস্তু হয় শোভমান
দিয়াছে সে সমুদয় ; সে সভা সম্বন্ধে
পারে কি উপমা দিতে সামান্য মানব ?
দেবদেবীগণ সদাবাঞ্ছিত যে স্থান,
কনক-খচিত চারু রাজ-সিংহাসন,
তদুপরি সমাসীন ইন্দ্র দেবরাজ,
বাম ভাগে শচী দেবী পুলোম-দুহিতা—
স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী তনু, ফুল্ল পদ্মাননা—

যাঁর রূপে প্রভান্বিত অমর-ভবন।
সুমুখী কিঙ্করীদ্বয় সুভুজ চালনে
ঢুলায় উভয় পার্শ্বে চামর ললিত ;
ধরে ছত্র ছত্রধর মহেন্দ্র-মস্তকে ;
আর দেব দেবীগণ, যথাযোগ্য স্থানে,
ব'সেছেন সবে, সভা করিয়া উজ্জ্বল।
অমর-বেষ্টিত ইন্দ্র কি দৃশ্য সুন্দর,
তারাদল মধ্যে যেন সুধাংশু উদয়।
নন্দন-কানন-জাত কুসুম-সৌরভ
চুরি করি সমীরণ ভ্রমিছেন সদা,
বিতরি মধুর বাস অমর-নাসায়,
চুম্বি বিদ্যাধর-বালা-অলকা কুঞ্চিত।
অপ্সরী কিন্নরী কত নাচে তালে তালে,
নয়ন-রঞ্জিনী রূপে, চারু বিম্বাধরে
চপলা-বিজিত হাসি—মানস মোহন।
তাল-মান-লয়-রাগ-রাগিণী-সহিত
গাইছে গায়ক গীত সুমধুর স্বরে।
বাজিছে অমরালয়ে বিবিধ বাজনা—
মৃদঙ্গ, মন্দিরা, বীণা, মুরজ, ররাব।
এইত দেবের সভা বর্ণিনু কিঞ্চিৎ,

দুর্ব্বল রসনা মম, অধিক বর্ণিতে
নাহিক ক্ষমতা আর, নিরস্ত হইনু।
দেখিলাম আর এক দৃশ্য অপরূপ—
শূন্যোপরে শোভে যেন সহস্র বিমান,
তাহে নিবসেন কত ভারত-নন্দন,
বীরত্ব, ঔদার্য্য আদি গুণের সাগর;
সুবিশাল বক্ষঃস্থল; প্রসন্ন বদন;
বিনির্গত শান্তি-জ্যোতিঃ নয়ন যুগলে;
প্রশস্ত ললাট—যেন ধর্ম্মের দর্পণ;
বিভু-প্রেমে পরিপূর্ণ মানস-নিলয়।
সকলে একত্র হয়ে, একতান মনে,
গাইছেন বিভু-গুণ সানন্দ অন্তরে।
সে মহাপুরুষগণে বিলোকন করি,
ভক্তি-রস-পরিপ্লুত হৃদয়-কন্দর।
ভাবিলাম মনে মনে, ভারত-জননী
পূর্ব্বেতে ছিলেন কত গৌরব-আস্পদা,
কত সাধু-সুত গর্ভে করিলা ধারণ—
অদ্যাপি যাদের যশো-নির্ম্মল-চন্দ্রিকা
করিছে মানব-মনঃ-কুমুদ-বিকাশ।
দেখিলাম আর কত আর্য্যবালাগণ,

সতীত্ব-সুরত্ন-হারে ভূষিত-হৃদয়া,
আনন্দে করেন বাস সে সুখ সদনে।
সবে বীর-বালা, বীরাঙ্গনা, বীর্য্যবতী,
ত্রিদিব-সুন্দরী-সম সুচারু-দর্শনা,
বহুল সদ্‌গুণ-জালে মণ্ডিত মানসা;
যাঁহাদের যশোরাশি কীর্ত্তন-কারণ,
ভারতের পূর্ব্বতন মহা কবিচয়,
কত শত কাব্য-মালা গাঁথিয়া যতনে,
দিয়াছেন ভারতের চারু গলদেশে।
এইরূপ স্বর্গ-শোভা নিরীক্ষণ করি
ভ্রমিতেছি মহোল্লাসে, হেনই সময়
সহসা ভাঙ্গিল নিদ্রা মেলিনু নয়ন।
কোথা স্বর্গপূরী? কোথা দেব-সভাতল?
কোথা দেব-সিংহাসনে পৌলোমী-রঞ্জন?
কোথা বা সে শচী দেবী সুবিম্ব-অধরা?
কোথা আর আর যত দেবতা-মণ্ডলী?
কোথা নৃত্য-সুনিপুণা অপ্সরা-নিচয়?
কোথা বা গায়ক দল? কোথায় বাদক
কোথা মৃদঙ্গের মৃদু গভীর নিনাদ?
কোথা বীণা ঝঙ্কারিত স্বর সুমধুর?

কোথা সেই বীরগণ ভারত-নন্দন ?
কোথা ভারতের সতী দুহিতা নিচয় ?
কিছুই না দেখি আর সে স্বর্গীয় লীলা,
রয়েছি শয়িত স্বীয় পূর্ব্বের শয়নে।
ভাবিনু অন্তরে অদ্য যামিনী সুন্দরী
সদয়া আমার প্রতি, জানিনু নিশ্চয়।
সানুকূলা স্বপ্ন-দেবী, যাঁহার প্রসাদে
দেখিলাম স্বর্গ-শোভা, অদ্ভুত দর্শন।

সুখ-দুঃখ-গতি

প্রাবৃটে জলদে মলিন তপন,
নিদাঘে অরুণ ঘোর-দরশন।
শরতে আকাশ অতি নিরমল,
ঘন ঘনাবৃত বর্ষায় খ-তল ;
নদী হ্রদ আদি জলাশয় চয়,
বর্ষাগমে বিস্তারিত তনু হয়।
খরতর গ্রীষ্ম ঋতু-আগমনে,
ক্ষীণ দেহ শুষ্ক রবির কিরণে

আইলে সরস বসন্ত সময়,
উল্লাসিত জীব জন্তু সমুদয় ;
মৃদু মৃদু বহে মলয় পবন,
করে যেন দেহে অমৃত বর্ষণ ;
পুষ্প-পরিমলে দিক্ সমাকুল,
কল স্বরে গান করে পিককুল ;
আনন্দ-অন্তরে বসুধা যুবতী
বরিবারে যেন দেব ঋতুপতি,
শাখি-শাখা-করে লয়ে পুষ্পাঞ্জলি,
প্রিয় মধু-পদে দেন কুতুহলী।
কিন্তু হায় যবে আগত শিশির,
থাকে না সে শোভা আর ধরণীর ;
নবীন-যৌবনা মেদিনী কামিনী
পতির বিচ্ছেদে যেন উন্মাদিনী,
বেশ-ভূষা-হীনা, অবশশরীরা,
সুধীর প্রকৃতি শোকেতে অধীরা
শন্ শন্ স্বনে উত্তর পবন,
বহে, দীর্ঘ শ্বাস শোক-নিদর্শন ;
হিম-বৃষ্টি-ছলে ঝরে অশ্রু জল,
আর্দ্র ধরা-বাস মলিন অঞ্চল।

তাই করি মনে দৃঢ় অনুমান,
চির দিন কভু না যায় সমান ;
এক ভাবে কিছু না যায় জগতে,
কালে কালে সব বিপরীত এতে।
চক্রগতি রূপে সুখ-দুখ-গতি,
মনুজ-সমাজে করে গতাগতি।

স্বপ্নে বামা-দর্শন।

মরি কি অদ্ভুত আজি হেরিনু স্বপন,
কৃশাঙ্গী কামিনী এক বিমলিন-বেশা,
বিজন বিপিন-ভূমে করিছে রোদন ;
নিকটে যাইয়া তাঁরে করিনু জিজ্ঞাসা।

কে তুমি কামিনি ? বনে কাঁদ একাকিনী
অশ্রু-বারি পরিপ্লুত কপোল-যুগল,
বিলুণ্ঠিত কেশ-পাশ—নব কাদম্বিনী,
কমল-গঞ্জিত চারু বদন কোমল।

কি লাগি এ দশা তব ? অয়ি সুবদনে !
অট্টালিকা ত্যজি কেন অরণ্যে বসতি ?

কণ্টক কঙ্কর ফুটে কোমল চরণে,
বিদরে হৃদয়, হেরি তোমার দুর্গতি

নিরুপম রূপ তব ; ও রূপ হেরিতে,
অনুমানি, দিনমণি কভু নাহি পায়।
ভ্রমিছ কাননে এবে এ দীন বেশেতে ;
কালের কুটিল গতি বুঝা নাহি যায়।

বিষাদে মলিন মূর্ত্তি যদিও তোমার,
তথাপিও তব অঙ্গ-কান্তি নিরমল।
ক'রেছে এ ঘোর বনে প্রভার বিস্তার,
শশি-করে করে যথা ধরণী উজ্জ্বল।

পরিচয় দেহ অয়ি নবীনা অঙ্গনে !
কোন্ উচ্চ বংশে জন্ম করেছ গ্রহণ ?
করেছ বরণ কোন্ ভাগ্যধর জনে ?
কি রূপে হইল ছিন্ন সে প্রেম-বন্ধন ?

নর জাতি মধ্যে তুমি যাহার কামিনী,
তার সম ভাগ্যবান্ নাহিক ভূতলে।
তোমারে হেরিয়া আমি এই অনুমানি,
অবতীর্ণা বুঝি রমা রামারূপ-ছলে।

এতেক বচন মম শুনি সে ললনা;
দিলেন উত্তর অতি মৃদু কল রোলে ;—
'মম পরিচয় তব জানিতে বাসনা ?
শুন তবে, কর ক্ষুণ্ণ শ্রবণ-যুগলে।'

'নাম মম দময়ন্তী ভীম-ভূপ-বালা,
নিষধাধিপতি নল-নৃপেন্দ্র-রমণী।
ভ্রাতৃ সনে স্বামী মম করি দ্যূত-খেলা
আইলেন বনে, আমি হইনু সঙ্গিনী।'

'তদবধি ছায়া প্রায় ছিনু যে সঙ্গেতে,
তিল মাত্র এক পদ নহি অন্তরিত।
হায় গো নিদ্রিত আমি দুর্দ্দৈব-বশেতে ;
গিয়াছেন ত্যজি মোরে জনমের মত।'

'সতত সদয় নাথ ছিলেন আমারে ;
না জানি সহসা কেন হইয়া নিদয়,
ভাসালেন অভাগীরে অকূল পাথারে।
জানিনু ললাট-লিপি খণ্ডন না হয়।'

বলিতে বলিতে এই আত্ম বিবরণ,
দুঃসহ যন্ত্রণা-ভারে হইয়া কাতর,

পড়িলেন ধরা'পরে বিগত চেতন,
হায়রে বিচ্ছিন্ন যেন লতা-কলেবর।

সসম্ভ্রমে আমি তাঁরে তুলিবার তরে
প্রসারিনু কর, আহা এমন সময়
নিরদয়া স্বপ্ন দেবী হলেন আমারে,
অন্তর্হিত রামা-রূপ মধুরিমাময়।

সাবিত্রী।

সতী-শ্রেষ্ঠা গুণবতী অশ্বপতি-সুতা.
তাঁহার চরিত অতি অদ্ভুত সুন্দর
সখী সনে বনে গিয়া সে কোকিল-রুতা
হেরি সত্যবানে দিলা আপন অন্তর।

তদবধি সেই জন জাগে তাঁর মনে,
হৃদি পটে চারু রূপ হইল চিত্রিত ;
কিন্তু তাঁর বর্ষমাত্র পরমায়ু শুনে,
অর্পিতে সে বরে পিতা মাতা অসম্মত।

কত মতে গুরুজন নিষেধিলা তাঁরে
না শুনিলা কা'র কথা মহীপ-কুমারী।

বলিলেন—'বিধি-বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে ?
পতি মম সত্যবান্ আমি তাঁর নারী।'

শুনি সাবিত্রীর এ প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর,
বনে হ'তে সত্যবানে করি আনয়ন,
বিধি মতে তনয়া প্রদানে নৃপবর ;
পতি সনে যান সতী কুটীর-ভবন।

যদিও নরেন্দ্র-সুতা, সাবিত্রী সুন্দরী,
তথাপিও শ্বশুরের কুটীর-আবাসে
যাপন করেন সুখে দিবস শর্ব্বরী ;
নাহি দুঃখ-লেশ সত্যবান্ সহবাসে।

সাবিত্রীর রূপে দীপ্ত কুটীর-ভবন,
সেবা-বশে প্রীত সত্যবান্ পিতা মাতা,
শীলতাদি গুণে তুষ্টা ঋষি-পত্নীগণ
ভাবেন অন্তরে ইনি রমা জগন্মাতা।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে দিন হয় গত ;
নিকটে আগত দেখি আয়ুঃ-শেষ-কাল
মনে মনে বিষাদিতা সাবিত্রী সতত
গোপন করেন বাহ্যে রহস্য করাল।

এক দিন অপরাহ্নে ধীর সত্যবান্,
জননী জনক স্থানে লয়ে অনুমতি,
কাষ্ঠ ফল আহরিতে ঘোর বনে যান,
চলিলা কান্তারে সতী কান্তের সংহতি।

আহরণ করি ফল আকর্ষণী করে
ভাঙ্গিছেন শুষ্ক কাষ্ঠ, এমত সময়
উপস্থিত শিরঃ-পীড়া, ঘোর ব্যথা-ভরে
নৃপতি-নন্দন অতি বিকল হৃদয়।

অবতরি বৃক্ষ হ'তে প্রণয়িনী-কোলে
রাখি শির, নৃপ-সুত করিলা শয়ন,
দেখিয়া সাবিত্রী সতী ভাসে অশ্রু-জলে
বসন-অঞ্চল লয়ে করেন ব্যজন।

ক্রমশঃ যাতনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল,
বুঝিলেন সত্যবান্ মরণ নিকট,
ভাবি বৃদ্ধ পিতা মাতা চক্ষে ঝরে জল;
আগত সমীপ-দেশে শমন বিকট।

বলিলেন সত্যবান্—'অয়ি প্রাণপ্রিয়ে!
ভাসায়ে তোমায় দুঃখ-দুস্তর-সলিলে

জন্ম মত যাই আমি পৃথিবী ত্যজিয়ে,
দহিবে কোমল অঙ্গ বৈধব্য-অনলে।'

'একে চক্ষু-হীন পিতা তায় পুত্র-শোকে
হবেন কাতর, শান্ত ক'রো গুণবতি,
ঘূর্ণিত মস্তক, বাক্ সরে না হে মুখে,
দৃষ্টি-শক্তি-হীন নেত্র, বিদায় হে সতি।'

বাক্য-অন্তে মৃত্যু তাঁর হরিল চেতন,
মুদিত হইল চারু নয়ন-কমল।
দেখি নৃপ-বালা শোকে করেন রোদন,
গণ্ড-যুগ বহি ধারা পড়ে অবিরল।

আইল কৃতান্ত-দূত বিকট মূরতি,
স্পর্শিতে নারিল শবে ভয়াকুল মন,
স্তম্ভিত শরীর, দেখি সতী-অঙ্গ-জ্যোতি
ফিরি গেল, দিতে বার্ত্তা শমন-সদন।

দূত সহ মৃত্যু-পতি আসিয়া কাননে,
দেখিলা রমণী এক অপূর্ব্ব-রূপিণী,
অন্তর্যামী ধর্ম্মরাজ জানিলেন মনে,
এই সে সাবিত্রী সতী মহা তেজস্বিনী

অঙ্গুষ্ঠ সম এক পুরুষ কলেবর,
সত্যবান্ দেহ হ'তে হইল বাহির,
তাঁরে বাঁধি লয়ে যম চলিল সত্বর,
পতির এ গতি দেখি সাবিত্রী অস্থির।

বলিলেন প্রেতপতি—'বিধির ইচ্ছায়
হরিনু তোমার স্বামী; নাহি দোষ মম।
পতি-শোক-সমাকুলা হেরিয়ে তোমায়
এ মম অন্তরে ক্লেশ উপজে বিষম।'

এত বলি শমন চলিলা নিজ স্থান,
পশ্চাতে পশ্চাতে যান সাবিত্রী সুন্দরী
হেরিয়ে কহেন যম,—'গৃহেতে প্রয়াণ
কর শীঘ্র-গতি সতি! তামসী শর্ব্বরী।'

কৃতাঞ্জলি-পুটে ধীরা কন সবিনয়ে,—
'গৃহে যাই হেন ইচ্ছা নাহি প্রভু আর,
যাব সেই নিত্য ধামে পৃথিবী ত্যজিয়ে,
কান্তের যে গতি মম সেই গতি সার।'

শুনিয়া সাবিত্রী-বাণী কৃতান্ত-হৃদয়
দুঃখেতে হইল দ্রব, হায় কি অদ্ভুত!

জগত-নিবাসী জনে যে জন নাশয়
হেরি সতীদুঃখ তার মন দয়াযুত।

প্রবোধি বলেন ধর্ম্ম,—'অয়ি নৃপ-সুতে!
তুমি জ্ঞানবতী, কর শোক সংবরণ,
সকলেই ক্ষিপ্ত হবে কালের মুখেতে,
জন্মিলেই মৃত্যু আছে অবশ্য লিখন।'

এত বলি ত্বরা-গতি যান ধর্ম্মরাজ;
পুনশ্চ চলিলা বালা শমন-সংহতি।
দেখি ক'ন যম,—'বালে! একি তব কাজ?
বৃথা কেন বৎসে! কর মম সনে গতি?'

'চাহ সতি! বর যাহা তব মনোমত,
বিনা সত্যবান্ যাহা চাহ দিব আমি।'
শুনিয়া বলেন বামা,—'নহি যে প্রার্থিত
অন্য কোন বরে আমি, বিনা সেই স্বামী।'

'তবে যদি দয়াময় দয়া প্রকাশিয়ে
অর্পিবেন বর মোরে, জনক আমার
হউন কৃতার্থ প্রিয় তনয় লভিয়ে,
অন্য কোন বরে মম নাহি ইচ্ছা আর।'

'তথাস্তু' বলিয়া যম যান পুনরায়
সঙ্গে চলে তাঁর দ্যুমৎসেন-পুত্রবধূ।
কান্ত বিনা কামিনীর কত দুঃখ হায়!
মলিন বদন যেন রাহুগ্রস্ত বিধু।

পুনরপি প্রেত-পতি বলেন বামারে,—
'কি লাগিয়া বৎসে পুনঃ এস মম সনে?
দিনু বর, যাহ চলি আবাস-আগারে,
আবৃতা অবনী দেখ তিমির-বসনে।'

পুনশ্চ বিনয় সহ বলে নৃপ-বালা,—
'যাবনা গৃহেতে, গৃহে কি কাজ আমার?
ত্যজি গিয়াছেন নাথ, সেই শোক-জ্বালা
জ্বলিছে হৃদয় মাঝে, হায় অনিবার।'

আবার বলেন যম,—'অয়ি চারুশীলে!
হেরি তব স্বামি-ভক্তি সন্তুষ্ট হইয়ে
দিব বর অভিমত, হে পতি-বৎসলে।
লও শীঘ্র, যাই আমি আপন নিলয়ে।'

কর যোড়ি সাবিত্রী বলেন মৃদু স্বরে,—
'যদি বর দিবে প্রভু আপন ইচ্ছায়,

অন্ধ যে শ্বশুর চক্ষু লভুন সত্বরে,
বারে বারে বর নিতে মন নাহি চায়।'

'তথাস্তু' বলিয়া যম করিলেন গতি,
পুনশ্চ পশ্চাতে যায় নৃপতি-বালিকা।
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম,—'কেন এস গুণবতি!
যাও ফিরি, ঘোরা নিশা নক্ষত্র-মালিকা।'

তথাপি নিবৃত্তা নহে নৃপতি-নন্দিনী।
দেখিয়া বলেন যম করুণ বচনে,—
'শুন অয়ি সতী-কুল-সতত-বন্দিনি!
যে বর চাহিবে তাহা দিব এইক্ষণে।'

সাধ্বী অশ্বপতি-বালা বলে মৃদু ভাষে—
'পুনঃ পুনঃ বরে প্রভু নাহি প্রয়োজন,
বার বার লোভে ধর্ম্ম সহজে বিনাশে,
এক মাত্র চাই তব চরণে শরণ।'

পুনরায় 'লও বর' বলেন শমন।
'লঙ্ঘিতে না পারি বাক্য' বলেন রমণী,
'যদি প্রভু মম প্রতি দয়াযুক্ত মন,
'এই বর মাগে স্বামি-বিয়োগ-দুঃখিনী।'

'সত্যবান্-ঔরসে তনয় শত জন
হইবে আমার, প্রভু দেহ এই বর।'
শুনিয়া 'তথাস্তু' বলি চলিলা শমন,
যান সঙ্গে রাজ-সুতা বিরস অন্তর।

দেখিয়া বলেন ধর্ম্ম,—'হে সাবিত্রি সতি,
পুনঃ কেন মম সনে এস ধর্ম্মশীলে!
তিন বর দিয়া আমি তুষি গুণবতী!
তোমায়, তথাপি কেন ফিরি নাহি গেলে।'

বদ্ধাঞ্জলি সাবিত্রী বলেন মৃদু ভাষে,—
'তব দত্ত বর কভু নহিবে অন্যথা,
অবশ্য যাইব ফিরি আমি নিজ বাসে,
কিরূপেতে প্রভু তব সিদ্ধ হবে কথা?'

'সত্যবান্ ঔরসেতে জন্মিবে তনয়,
আপনি চলিলা লয়ে সেই সত্যবানে,
তব বরে পুত্র আমি লভিব নিশ্চয়;
কিন্তু হায় আর না পাইব সত্যবানে।'

শুনি সাবিত্রীর এই কাতর বচন,
সলজ্জিত মৃত্যুপতি করুণার্দ্রচিত,

বলিলেন,—'লও সতি তব পতি-ধন,
মৃত দেহে পুনঃ আত্মা করহ যোজিত।'

'সৃষ্টি কালাবধি আমি বহু সতী-পতি
করেছি হরণ, কিন্তু তোমার সমান
কভু নাহি দেখি হেন নিরুপমা সতী;
স্বামি-সহ সুখে বাসে করহ প্রয়াণ।'

'যাবৎ উদিবে চন্দ্র সূর্য্য নভস্থলে
তাবৎ গাইবে মহী তব যশোগান,
করিলে সাবিত্রী-ব্রত সেই পুণ্য-ফলে
হবে সুখী ব্রত-রতা তোমার সমান।'

এইরূপে আশীর্ব্বাদি সাবিত্রী সতীরে
অন্তর্হিত হইলেন দেব মৃত্যু-পতি।
তিমিরে পূরিত দিক্ দৃষ্টি না সঞ্চরে
বৃক্ষ-মূলে সপতি সাবিত্রী গুণবতী।

মৃদু স্বরে কামিনী সম্বোধি সত্যবানে
কহিলেন,—'কত নিদ্রা যাও প্রিয়তম?
এসেছিলে অরণ্যেতে শেষ দিবামানে
এবে দেখ বন-ভূমি ব্যাপ্ত ঘোর তম।'

শুনি কান্তা-কণ্ঠ কান্ত হয়ে চমকিত
উঠিলা, উন্মীলি পদ্ম-পলাশ নয়ন,
বলিলেন,—'প্রিয়ে ! নিশা অন্ধকারাবৃত ;
কেন কর নাই মম সুষুপ্তি ভঞ্জন ?

পতি-কণ্ঠ-স্বর বামা আকর্ণি শ্রবণে,
হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে ধনী চাহিয়া রহিল।
ক্ষণকাল অসমর্থা বাক্যের কথনে
প্রকৃতিস্থা হয়ে সতী শেষে উত্তরিল।

কহিলেন নৃপ-বালা,—'কিসের কারণ
করি নাই নিদ্রা-ভঙ্গ, পরে প্রকাশিব,
এবে শীঘ্রগতি চল কুটীর ভবন,
ব্যাকুলিত গুরু জন ভাবিয়া অশিব।'

ব্যস্ত হ'য়ে চলিলেন কুটীরাভিমুখে
সত্যবান্ সহ সতী সাবিত্রী সুন্দরী ;
যথায় মহিষী সহ মগ্ন মনোদুঃখে
দ্যুমৎসেন নৃপ, পুত্র পুত্র-বধূ স্মরি।

নিবিড় কানন ভীম শ্বাপদ-সঙ্কুল,
তাহাতে তামসী নিশা, বধূ সত্যবান

কিরূপে আছে সে বনে ভাবিয়া আকুল,
নৃপতি সহিত রাণী হন হতজ্ঞান।

এইরূপে দুই জন মগ্ন চিন্তা-ভরে,
হেন কালে সত্যবান সাবিত্রী সহিত
আইলা কুটীরে ; পুত্র পুত্র-বধূ হেরে
উভয়ের নেত্রে হর্ষ-অশ্রু বিগলিত।

গুরুজন-পাদপদ্মে করিয়া প্রণতি
বসিলেন দুই জনে, দুর্ঘটনা যত
একে একে বলিলেন সে সব ভারতী,
শুনি নৃপ, নৃপ-জায়া হইলা বিস্মিত।

মুনি, মুনি-পত্নী-গণ আইলা দেখিতে
সত্যবান্ সাবিত্রীরে, বন-বিবরণ
শ্রবণ করিয়া অতি পরিতুষ্ট চিতে
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিলা গমন।

ধন্য, বামা-কুল-মণি সাবিত্রি সুন্দরি !
বাঁচাইলে মৃত পতি ছলিয়া শমনে।
তোমার পবিত্র নাম গাবে নর নারী
অতুল আনন্দে মাতি এ বিশ্ব ভুবনে।

তোমায় আদর্শ করি যত কুল-বালা,
পতি-পদে রতি মতি রাখুক যতনে।
নিজ পতি-ভক্তি-বলে নব বিধি বালা
সৃজন করিলে এই অখিল ভুবনে।

সুখে থাক ভূমণ্ডলে সতী-কুল-সতি!
নিখিল জগতে তব নাহিক তুলনা।
পতি-সহ যাপ কাল অহে গুণবতি!
চির আয়ুঃ লভ তুমি হে ভূপ-ললনা।

স্বর্গীয়-শিশু। *

স্নেহময় প্রিয়জন দরশন-আশে
আসিয়া হেথায়, † কিবা প্রমোদ লভিনু,
বিপুল আনন্দ-বারি নাহি পেয়ে স্থান,
হায়রে, মানস-উৎস উছলি উঠিল।

---

* এই শিশুটী যশোহরান্তর্গত চাঁচড়া নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা হেমদাকণ্ঠ রায় বাহাদুরের পুত্র এবং গ্রন্থকর্ত্রীর ভাগিনেয়। ইনি সন ১২৮৫ সালের ১১ই ফাল্গুন শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করিয়া সন ১২৮৭ সালের ১৮ই পৌষ মঙ্গলবার এক বৎসর দশ মাস সাত দিবস বয়ঃক্রম কালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়েন।

† হেথায় অর্থাৎ আতপুর রাজবাটী।

হেরি আর্য্য-সুতাদ্বয়-বদনকমল
বিষম বিরহ-তাপ হ'ল অন্তর্হিত ;
নিরখি কোমল-মূর্ত্তি বাল বালা দুটি,
প্রীত মনে পরমেশে আরাধিনু সুখে,
করিনু প্রার্থনা, বর দেহ, বিশ্বপিতঃ,
চিরজীবী হয়ে এরা থাকে যেন সবে।
সার্দ্ধ-একবর্ষমিত বয়স্ক একটী
দেখিলাম শিশু। তার সুচারু মূরতি
নিরখি' নয়ন-যুগ পলক-বিহীন।
কিবা সে শিশুর বর্ণ অতি মনোরম,
শ্বেত-রক্ত-বিমিশ্রিত ছটা নিরমল !
অল্প-সংখ্য দন্ত-পাঁতি মুকুতা সমান ;
প্রবাল-নিন্দিত প্রভাশালী ওষ্ঠাধর ;
আয়ত নয়ন-প্রান্ত, স্নিগ্ধ শ্বেত আভা
মধ্যে সুনিবিড় কৃষ্ণ তারকা-যুগল ;
দর্পণ সদৃশ জ্যোতির্যুক্ত সে ললাট ;
প্রস্ফুট গোলাপ সম চারু গণ্ডদেশ।
অর্দ্ধস্ফুট কথা-গুলি মরি কি মধুর !
নবনীত-নিভ তার কোমল শরীর।
ঈদৃশ সুন্দর শিশু পূর্ব্বে কভু আর

হয় নাই মম নেত্র পথের পথিক।
স্বভাব-সিদ্ধ-সম্বন্ধ-প্রভাব বশতঃ
অনুগত হ'ল শিশু একান্ত আমার ;
গত হ'ল ছয় মাস আশাতীত সুখে।
হায় রে নির্দ্দয় কাল কীটের দংশনে
ছিন্ন শিশু-পুষ্প-কলি হইল অকালে !
অশনি-আঘাত সম এ মম হৃদয়ে
বাজিল সে শোক-শেল নিদারুণরূপে।
এসেছিনু যবে হেথা, কি প্রমোদ রসে
ছিল রে পূর্ণিত হৃদি ; এখন কি দশা !
স্বর্গ নরকের সহ প্রভেদ যেমতি,
তেমতি সে মন সহ এ মন প্রভেদ।

স্বর্গীয় কন্যা বিভাবতী। *

কাঁদায়ে আত্মীয় স্বজনগণে
কোথা গেলে বিভা নয়ন-তারা ?

* বিভাবতী গ্রন্থকর্ত্রীর একমাত্র কন্যা ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ। ইনি সন ১২৮৩ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ জন্ম গ্রহণ করিয়া সন ১২৮৭ সালের ৩০শে চৈত্র, চারি বৎসর চারি মাস দ্বাবিংশ দিবস বয়ঃক্রম কালে, পিতা মাতার ক্রোড় অন্ধকার করিয়া কাল-কীটে দংশিত হন।

স্মরি তোর সেই সুচারু মুখ
  অবিরত ঝরে নয়নে ধারা।

কোমল অরুণ ওষ্ঠ-অধরে
  বিরাজিত সদা মধুর হাসি ;
কুন্দ-কলি সম দশন-রুচি
  প্রকাশিত কিবা সুষমা রাশি !

মৃণাল-নিন্দিত বাহু-যুগলে
  ধরিতিস যবে এ গলদেশ,
ভাবিতাম স্বর্গ তুচ্ছ তখন,
  এ সুখের বুঝি নাইরে শেষ

সরলতা মাখা স্নেহের স্বরে
  ডাকিতে রে যবে মা মা মা ব'লে
জ্ঞান হ'ত বুঝি বাণীর বীণা
  এরূপ মধুর কভু না বোলে।

সহজে শিশুর চপল গতি,
  কিন্তু হায়, তব গমন হেরে,
নিতম্বিনী-বৃন্দে পাইত লাজ,
  ধীরগতি যথা মরালবরে।

অগ্র ভাগ বক্র নিবিড় কেশ,
বঙ্কিম সীমন্ত শোভিত তায় ;
অঞ্জনে রঞ্জিত নয়ন গণ্ড,
ভূষিত থাকিত তনু ধূলায়।

পরিহিত বাস পুরুষ বেশে
আভরণ–হীন থাকিতে প্রায় ;
কভু বা সাজিয়া নবীন বধূ
কি সুন্দর খেলা খেলিতে হায় !

সতত আমার মানস-পটে
চিত্রিত রয়েছে সে সব ছবি ;
ভুলিব না তোরে থাকিতে প্রাণ
যাবত উদিবে শশাঙ্ক রবি।

আয় আয় আয়, অরে বিভাবতি
আর এক বার দেখি সে মুখ ;
ও চাঁদ–বদন হেরিলে এখন
দূরে পলাইবে সকল দুখ।

দুখিনী জননী ব'লে কি রে তোর
মনেতে হয় না করুণা–লেশ ;

এত কঠিনতা শিখিলি রে কবে?
　ভুলেও ভাব না অভাগী-ক্লেশ।

অশ্রু-পূর্ণ মম নয়ন দেখিলে,
　মরি রে কাতরা হইতে কত;
সযতনে সেই সুকোমল করে
　মুছাইয়া অশ্রু, সুধাসিঞ্চিত-

বচনে, রোদন-কারণ জিজ্ঞাসা
　করিতে যখন, ও মুখ হেরি
মনোদুঃখ মনে পাইত বিলয়,
　লইতাম তোরে কোলেতে করি।

হায় রে এখন দিবস রজনী
　সতত নয়নে ঝরিছে জল,
বিভা রে! আমারে ছাড়িয়া গিয়াছ,
　কে মুছাবে অশ্রু বল রে বল?

হেলিতে দুলিতে সুমন্দ গমনে
　আসিতে আসিতে দু বাহু তুলে,
হাসিতে হাসিতে বলিতে সুমুখি!—
　ও মা মা আমারে নিন্ না কোলে।

হায় রে এখন শ্রবণ-বিবরে,
বিভা রে ! সে তোর মধুর ধ্বনি
সতত ধ্বনিত হ'তেছে রে মরি !
গিয়েছ কোথায় নেত্র-নন্দিনি ?

নিশামুখে আহা অলস নয়নে
কোলে উঠিবার কারণে কত
কাঁদিতে, এবে তা করিয়ে স্মরণ
হ'তেছে যাতনা বর্ণনাতীত।

এখন প্রদোষে বসিয়ে বিরলে
নয়নের জলে ভাসাই ক্ষিতি,
নিবার নিবার এ ঘোর যাতনা,
এস এস কোলে রে বিভাবতি !

হে কৃতান্ত ! মোরে হইয়ে সদয়
লয়ে যাও যথা আছে সে বিভা,
যুড়াক যুড়াক তাপিত জীবন,
হেরি সে বিভার বদন-বিভা।

বিভার কোমল বদন-কমল
নিরখিনু যেই দিনেতে হায়,

সে সুখের কিবা দিব রে উপমা,
  বাণী কৃপা-হীন এ রসনায়।

অপার আনন্দ-পয়োধি-সলিলে
  নিমজ্জিত হ'ল নয়ন মন;
ভাবিলাম মনে হায় কতক্ষণে
  দেখিবেন কান্ত এ সুবদন।

একাকী আমার হৃদয় কন্দরে
  ধরে না ধরে না এ সুখ-রাশি;
কতক্ষণে প্রাণ-প্রিয়তম জন
  দেখিবেন সুতা শারদ শশী।

হায় রে অচিরে পূরিল বাসনা,
  উপস্থিত কান্ত হৃদয়-নিধি,
হেরি শিশু-মুখ সপুলক মনে
  ভাবিলেন—হ'য়ে প্রসন্ন বিধি

দিয়াছেন এই তনয়া-রতন;
  ইহার লালন-পালন-ফলে
উপজিবে কত সীমাহীন সুখ
  দুখী দম্পতির ললাট-তলে।

তনয়ার মুখে অর্দ্ধ-বিনির্গত
কুন্দ-কলি সম দশন হেরি,
সফল হইবে মানব-জনম,
সমুদিত মনে আশা-লহরী।

বিধির কৃপায় কুসুম-কোমলা
শিশু হ'ল; রূপ গুণের খনি;
হ'ত না তুলনা তার চারু স্বরে
কোকিলের কল কূজন-ধ্বনি।

লীলতার সহ সুধাময় ভাষে
তুষিত সে শত্রু, স্বজনগণে;
হেরিয়া শিশুর বুদ্ধির বিকাশ,
অনুপম সুখ পেতাম মনে।

এইরূপ সুখে গত বর্ষ চারি,
হায় রে কি কাল উদয় হ'ল!
হরিতে বিভার জীবন-পবন
দুরন্ত শমন আসি উদিল।

ক্রমান্বয়ে রোগে ভুগি' তিন মাস
প্রশমিতে তনু-যাতনা যত,

স্বর্গ-পুরী চলি গেল বিভাবতী,
  ত্যজিয়ে পৃথিবী জনম মত।

হায় রে শ্মশানে লয়ে শিশুরে
  প্রহর অধিক বসি রহিল,
তার পরে তারে করাইয়া স্নান
  চিতার উপরি তুলিয়া দিল।

কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী শশীর সমান
  হয়েছিল তার শরীর ক্ষীণ;
ফুল্ল শতদল সম মুখ-কান্তি,
  উন্মীলিত চারু নেত্র-নলিন।

অহহ বালক-স্বভাব-বশেতে
  হইয়াছে যেন কোপে মগন!
তাই বিভাবতী আছে রে নীরবে,
  নিমেষ-বিহীন করি নয়ন।

যতনে আদরে ধরি যে বদন
  লইতাম ঘ্রাণ অসংখ্য বার,
সেই সুকোমল আনন-কমলে
  দিলা পিণ্ড, পরশি তিন বার।

অনন্তর তৃণ সহিত অনল
জ্বালিয়া তাহার দিলা বদনে,
করিলেন হায় শেষ ক্রিয়া তার,
ক্ষণে ভস্ম তনু হ'ল দহনে ।

রাশি-জাত নাম খগেন্দ্র-বাহিণী
পিণ্ডদান-মন্ত্রে সফল হ'ল,
হায় আদরের নাম বিভাবতী
মেদিনী-মণ্ডলে এবে লুকাল ।

কেবল রহিল মানস-পটেতে
পাষাণে খোদিত রেখার মত,
কভু না মুছিবে সে নামাঙ্ক-গুলি ;
ইষ্ট-মন্ত্র ইষ্ট নহে রে তত ।

ত্রিলোক-তারিণী সুরধুনী-জলে
নিবাইয়া হায় সে চিতানল,
অসিলা নীরবে ফিরি' ধীরে ধীরে,
রহিল তথা অঙ্গার কেবল ।

ক্রমেতে কলসী আর সে অঙ্গার
তরঙ্গ-তাড়নে গেল কোথায় ;

কমল-পলাশ-জীবন-সদৃশ
মানব-জীবন দেখিবে হায়।

বিভার লালন-পালন-সুখেতে
বিগত হ'য়েছে বরষ চারি ;
এখন কি দুখে দহিছে হৃদয়,
তাহা কি প্রকাশ করিতে পারি ?

সুখ-অংশভাগী করিবার তরে
যাঁহার কারণে ব্যাকুল মন
হ'য়েছিল, এবে কি দশা তাঁহার,
দেখ্ চেয়ে দেখ্ পাপ-নয়ন।

কোথায় এখন সে সুখ-কুসুম,
ফুটেছিল যাহা মানস-বনে,
কোথায় এখন সে বিভা-লতিকা
শুষ্ক এবে যাহা কাল-দহনে ?

সম্বৎসর গতে আইলেন উমা
গিরিশ-গেহিনী গিরীশ-বাসে ;
বঙ্গবাসী যত বাল-বৃদ্ধ-যুবা
প্রমোদ-পয়োধি-সলিলে ভাসে ;

মঞ্জু-গাথা।

গৃহ গৃহাঙ্গণ পরিষ্কার ক'রে
সাজায় যতনে দ্বার সকল ;
সুখ-স্রোতস্বতী বহে বঙ্গ-হৃদে,
শারদ প্রকৃতি শোভে উজ্জল।

সুদৃশ্য বসন, সুচারু ভূষণে
সাজিছে বালক-বালিকা-চয় ;
দেখিয়া আগত নগেন্দ্র-বালিকা
এ বঙ্গ-ভুবন আনন্দময়।

এ আনন্দ-দিনে সে আনন্দময়ী
কোথায় আমার সে বিভাবতী ?
দুখিনী-জননী-অঞ্চলের নিধি
কেন হ'রে নিলি রে কাল কুমতি ?

হইয়াছে শূন্য অঙ্ক রে আমার,
অঙ্ক-সুশোভিনী কোথায় বিভা ?
হে বিভো আর যে সহে না সহে না
এ ঘোর যাতনা রজনী দিবা।

দেখিলে বিভার সে চারু আনন
কতসুখ হ'ত উদিত মনে ;

বিম্ব ওষ্ঠাধরে সুধামাখা হাসি
বিরাজিত মরি সকল ক্ষণে।

যে সুখ বিভার লালন পালনে
পেয়েছি, এবে তা স্বপন-প্রায়,
দহিবে মানস বিভা-শোকানলে,
যাবৎ এ দেহ র'বে ধরায়।

জনক-জননী-স্নেহ-সুধা-রসে
হ'য়েছি বঞ্চিত অনেক দিন;
পেয়ে বিভাবতী নয়ন-নন্দিনী
ছিল রে জীবন যাতনা-হীন।

এখন বিষাদ-সমুদ্র-সলিলে
ডুবিল ডুবিল এ মন-তরী,
কৃপা-কণা-দানে কর দুঃখে ত্রাণ
ত্বরায়, হে বিভো ভব-কাণ্ডারী।

আনন্দময়ী সে গিরীন্দ্র-বালিকা,
বঙ্গ-জন-গণ-আনন্দ-দায়িকা,
আসিছেন সহ লক্ষ্মী সরস্বতী,
লইয়ে কুমার গুহ গণপতি।

মহোৎসবময় এ বঙ্গ-ভুবন ;
ধন্য অভয়ার শুভ আগমন !
সুখেতে শারদ প্রকৃতি হাসিছে,
বাল, বৃদ্ধ, যুবা পুলকে ভাসিছে।
গগনে উদিত সুধাংশু নির্ম্মল
বিতরে কৌমুদী রজত-উজ্জ্বল।
সরসী-কমল বিমল হয়েছে
কমল কুমুদ কতই ফুটেছে।
তুলি শতদল শক্তি-ভক্ত-গণে
দিতেছে অভয়া-অভয়-চরণে।
কাম-রিপু-রামা কামদা-সদনে
মনোমত বর চাহে সর্ব্ব জনে ;
ভক্তি-পাশে বান্ধা ভবেশ-ভাবিনী
পূরেন ভক্তের বাঞ্ছা ত্রিনয়নী।
এ শুভ সময়ে হে নগ-নন্দিনি !
কোথা বিভাবতী নয়ন-নন্দিনী ?
হর্ষে পরিপূর্ণ সকলের মন,
দুখানলে দহে আমার জীবন।
হেরি শোভাময় শারদীয় শশী,
কার মন নাহি হয় গো উল্লাসী ?

কিন্তু হেরি সেই সুধাংশু শোভন,
ঝরে অভাগিনী-নয়নে জীবন ;
বিহনে সে হায় বিভার বদন,
শোভাহীন এই রজনী-রঞ্জন।
পাইলে সুন্দর বসন ভূষণ
হ'ত বিভা কত হর্ষেতে মগন ;
বেশ-ভূষা-প্রিয়া ছিল অতিশয়,
পড়িলে মনেতে বিদরে হৃদয়।
এ আনন্দ-দিনে কারে সাজাইব ?
আদরের নামে কারে বা ডাকিব ?
প্রতিমা দর্শন করিবার তরে
যে'ত বিভা কত পুলক অন্তরে ;
দেখিতে প্রতিমা এবার কে যাবে ?
হেরি মা তোমায় কে সুখে ভাসিবে ?
বিসর্জ্জন দেখি বিগত বৎসর
ঘরে এসে বিভা নিদ্রায় কাতর ;
সে বিজয়া-দিনে ওগো মা ভবানি !
কারে কোলে লয়ে জুড়াব এ প্রাণি ?
অলস নয়নে কে আসিবে কোলে ?
কে ডাকিবে সুধামাখা মা মা ব'লে ?

ভ্রমরাষ্টক।*

১

(ভ্রমরের উভয় সঙ্কট।)

সুগন্ধ-সংযুতা, ভুবন-বিদিতা,
কেতকী হেম-বরণী
পদ্ম ভাবি তায়, মধুর আশায়,
পড়িল ভৃঙ্গ অমনি ;
কুসুমের রজে, নয়ন সহজে,
দৃষ্টি-শক্তি-হীন হ'ল,
কণ্টকের ঘায়, পক্ষ ছিন্ন তায়,
কি দুর্দ্দৈব উপজিল।
পড়িয়ে আপদে, অলি-রাজ কাঁদে,
আপনারে তিরস্কারে,
না পারে থাকিতে, না পারে যাইতে,
পড়িল বিষম ফেরে।

২

(ভ্রমরের অসন্তুষ্টি হেতু পরাভব।)

ত্যাগ করি গন্ধ-যুতা সুনব মল্লিকা,
মধুকর গেল পরে যথায় যূথিকা ;

* 'ভ্রমরাষ্টক' প্রবন্ধটী সংস্কৃত ভ্রমরাষ্টকের অবিকল অনুবাদ।

দৈবাৎ ত্যজিয়ে তারে চম্পকেতে গেল;
পশ্চাতে সরোজ-গত; প্রমাদ ঘটিল—
নিশাকর-বিধি-বশে হায়রে তথায়
বদ্ধ হ'য়ে কাঁদে মূঢ় না দেখি উপায়।
সন্তোষ-বিহীন চিত্ত যত মূঢ় জন
পরাভব-পদ প্রাপ্ত হয় সর্ব্বক্ষণ।

৩

(ভ্রমরের অপমান।)

যে দিন হইতে তব মুকুল উদ্গত,
চূত! তদবধি ভৃঙ্গ তোমার আশ্রিত;
ফলের বাহিরে অলি করয়ে ভ্রমণ,
তথাপি কর না তুমি তারে সম্ভাষণ;
যে কীট পড়ে নি তব নয়ন-পথেতে,
সে রহে গোপনে তব ফলের মধ্যেতে;
পরাপর পরিজ্ঞান নাহি চূত! তব,
ধিক্ হে তোমারে ধিক্, অধিক কি কব।

৪

(ভ্রমরের দশার দৈবকৃত বিপর্য্যয়।)

জনম নবীন নীরজ-বনে,
পান করে মধু যথেচ্ছ মনে,

মালতী কুসুমে হেলে বিহরে ;
মধু-গন্ধ-মুগ্ধ সেই ভ্রমরে
করে গুঞ্জা-লতা সেবন এবে ।
হায় হায় ধিক্ দৈব-প্রভাবে !
কি কি দশা প্রাপ্ত হ'ল এ ভৃঙ্গ
হায় দেখ সবে অলির রঙ্গ ।

(ভ্রমরের ভ্রান্তি-হেতু নাশ ।)

পলাশ কুসুম ভাবি মনেতে
পড়িল ভ্রমর শুক-তুণ্ডেতে ;
জম্বু-ভ্রমে শুক তায় বধিল,
অবিবেকিতার ফল ফলিল ।

৬

(ভ্রমরের বিড়ম্বনা ।)

বিশাল আলেখ্য-পদ্ম করি দরশন,
স্ফীত-কলেবর হ'য়ে, অতি হৃষ্ট মন,
কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য এ কি এ কি বুলি,
লেখ্য-পদ্ম উপরেতে পড়িলেক অলি ।

সুগন্ধ নাহিক এতে নাহি মধু-কণা,
নাহি সৌকুমার্য্য, দেখি, হ'য়ে ক্ষুব্ধ-মনা,
ঘুরায়ে মস্তক, লাজে শির করি নত,
করিল গমন প্রতারিত মধুব্রত।

৭

(ভ্রমরের দৈব-বশে অধম-সেবা।)

নলিনী-বন-বল্লভ এই যে ভ্রমর,
কুমুদিনী-কুল-কেলি-কলা-রস-পর,
বিধি-বশে বিদেশেতে হ'য়ে উপস্থিত,
পিয়ে বন-মল্লী-রস করি সম্মানিত।

৮

(ভ্রমরের হর্ষে বিষাদ।)

যামিনী যাইবে, প্রভাত হবে,
তপন উদিবে, পদ্ম হাসিবে,
কোষ-গত ভৃঙ্গ এরূপ চিন্তে;
এমন সময় করী দুরন্তে
ভখিল নলিনী মৃণাল সহ;
হায় হায় একি দুখ দুঃসহ!

সমাপ্ত।